দৈনিক
আজকালের খবর
Date:26-05-2016 Page 03, Col 1-4 Size: 40Col*Inc

অর্থনীতির ৬ সূচক ইতিবাচক হলেও কর্মসংস্থান বাড়েনি : সিপিডি

● অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

বাংলাদেশের অর্থনীতির ৬টি সূচক ইতিবাচক রয়েছে। এর মধ্যে প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, মূল্যস্ফীতি কম, সুদের হার কম, ব্যালেন্স অব পেমেন্ট ইতিবাচক, টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল এবং চলতি আয় ইতিবাচক। তবে কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি বলে জানিয়েছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। গতকাল বুধবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান সংস্থাটির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনার সমন্বয়কারী তৌফিকুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান, দ্য ওয়ার্ড ব্যাংক গ্রুপের কনসালট্যান্ট ফাইয়াজ তালুকদার প্রমুখ। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, যে প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থান দেয় না সে প্রবৃদ্ধি দেশের কোনো কাজে লাগবে না। তিনি বলেন, শুধু উচ্চ হার নয় প্রবৃদ্ধির গুণগত মানও ভালো হতে হবে। প্রবৃদ্ধি বেড়েছে কিন্তু ৪/৫টি সমস্যা রয়েছে। উচ্চ প্রবৃদ্ধির বছরে দেশে কর আহরণ, কর্মসংস্থান, ব্যক্তিগত ও শিল্পখাতে বিনিয়োগ এবং সম্পদ আহরণ কমেছে। সেই সঙ্গে কমেছে উৎপাদনশীলতা।

তিনি বলেন, নতুন কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগে উৎসাহ দেয়ার দিকে লক্ষ্য রেখেই আগামী বাজেট তৈরি করতে হবে। কৃষিতে বিনিয়োগ কমেছে। এখন ভর্তুকি তুলে নিলে আরও বড় ধরনের সমস্যা হবে। কৃষিতে বড় ধরনের বিনিয়োগ দরকার। সেইসঙ্গে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, বিনিয়োগ হচ্ছে না, অথচ দেশ থেকে টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। এটা এখন প্রকাশ্য। প্রচুর মানুষের দেশে বিদেশে বেনামি সম্পদ রয়েছে। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কালো টাকার তদবির করা শুভ লক্ষণ নয়। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাংলাদেশে বাজেট নিয়ে যত আলোচনা হয়। সারা বছর নীতি নিয়ে কোনো আলোচনা-সমালোচনা করতে দেখা যায় না। কৃষিতে প্রণোদনা নেই। পোশাক শিল্পে প্রণোদনা বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, উন্নয়ন ও প্রশাসনে, ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে সংস্কার দরকার। সুদের হার কমে যাওয়ায় ছোট সঞ্চয়কারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাজেটের বিষয়ে তিনি বলেন, কোনো অর্থবছরের বাজেটেই আয় ও ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় না। এর জন্য বাজেটের গুণগত মান বাড়াতে হবে। নতুন বাজেটে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের উদ্যোগ বাড়াতে হবে। সার্বিক দিক কোনো খাতে ব্যয় হবে তা পরিষ্কার করতে হবে। কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে মাথাপিছু বরাদ্দ কমেছে, তা বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে বিদ্যমান বিভিন্ন নীতির সংস্কারের পরামর্শ দেন এ অর্থনীতিবিদ।

তিনি আরো বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সবচেয়ে কম বরাদ্দ দেয়ার দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নিচের দিকে। তাই দেশের এই দুই গুরুত্বপূর্ণ খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন তিনি। এদিকে সিপিডির প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের ১৬১টি দেশের মধ্যে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫তম। অন্যদিকে, স্বাস্থ্য খাতে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৯তম। স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দের দিক থেকে বাংলাদেশের নিচে রয়েছে কম্বোডিয়া। এই অবস্থান থেকে উত্তরণের জন্য আসছে বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা খাতেও ব্যয় বাড়াতে হবে। এছাড়া বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট চায় সংস্থাটি। তাদের মতে, প্রতি বছরই বাজেটের আয় ও ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ১৭ থেকে ১৮ শতাংশ ঘাটতি থাকে।

জ্বালানি তেলের আয় থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হয়। এ বিষয়ে সংস্থাটির সম্মানিত ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ব্যয় বাড়াতে হবে। এছাড়া কৃষিতে বড় ধরনের বিনিয়োগের আহ্বান জানান তিনি। তিনি দেশের আর্থিক খাত প্রসঙ্গে বলেন, দেশের আর্থিক খাতের স্বাস্থ্য ভালো না। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় যোগ্য নেতৃত্বের অভাব। ব্যবস্থাপকদের সুনির্দিষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। তাই এ খাতকে টিকিয়ে রাখতে সুশাসনের প্রয়োজন। এজন্য ব্যাংক ও আর্থিক খাতে কমিশন গঠনের পরামর্শ দিয়ে এই অর্থনীতিবিদ জানান, খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। এদিকে বাজেট বাস্তবায়নেও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হচ্ছে না। এর দুর্বল দিক হলো– এডিবি বাস্তবায়ন কম ও উন্নয়ন খাতে সরকারি ব্যয় কম হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, জ্বালানি তেলের দাম কমিয়েছে সরকার। কিন্তু এর সুফল কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী পাচ্ছে না। তাই কেরোসিন ও ডিজেলের দাম আরো কমানোর আহ্বান জানাচ্ছি। সামষ্টিক অর্থনীতির খাতওয়ারি বিশ্লেষণ, কৃষি পণ্যের দামের গতি-প্রকৃতি, প্রবৃদ্ধি অনুযায়ী দেশে কতটা কর্মসংস্থান হয়েছে ও টাকার মানসহ সার্বিক অর্থনীতির বিভিন্ন দিকের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে লিখিত পর্যালোচনা প্রতিবেদনে তৌফিকুল ইসলাম বলেন, দেশে ধান চাষের জমির পরিমাণ কমেছে।

দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ
The Daily Alokito Bangladesh

Date: 26-05-2016 Page 01, Col 2 Size: 12 Col*Inc

সংবাদ সম্মেলনে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কর্মসংস্থান বাড়েনি

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের অর্থনীতির ৬টি সূচক ইতিবাচক রয়েছে বলে জানিয়েছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। এর মধ্যে প্রবৃদ্ধি বাড়ছে,

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

প্রবৃদ্ধি বাড়লেও

● ১ম পৃষ্ঠার পর

মূল্যস্ফীতি কম, সুদের হার কম, ব্যালেন্স অব পেমেন্ট ইতিবাচক, টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল এবং চলতি আয় ইতিবাচক। তবে এসব কিছুর মধ্যে কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। এই ধারা আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও অব্যাহত থাকবে বলে মনে করছেন সংস্থাটির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

বুধবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সিপিডি আয়োজিত 'বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানানো হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। মূল প্রবন্ধে বলা হয়, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শিল্প খাতে ১২ লাখ কর্মসংস্থান কমেছে; যা শিল্প খাতে মোট কর্মসংস্থানের ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ। এ প্রসঙ্গে সিপিডির সম্মানিত ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও উৎপাদন ক্ষমতা কমছে। তাই প্রবৃদ্ধির গুণগত মান ধরে রাখা প্রয়োজন।

কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রাখা যাবে না উল্লেখ করে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, দেশে-বিদেশে যে বেনামি সম্পদ রয়েছে, তা আমাদের অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে বাজেটে কোনো বাড়তি সুবিধা না দিয়ে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। বাজেটের বিষয়ে তিনি বলেন, কোনো অর্থবছরের বাজেটেই আয় ও ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় না। এর জন্য বাজেটের গুণগত মান বাড়াতে হবে। নতুন বাজেটে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের উদ্যোগ বাড়াতে হবে। সার্বিক আয় কোন খাতে ব্যয় হবে তা পরিষ্কার করতে হবে। কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে মাথাপিছু বরাদ্দ কমেছে, তা বাড়াতে হবে।

আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট সম্পর্কে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, আগামী বাজেট যেন মূসক (ভ্যাট) নির্ভর না হয়। আমাদের আয়করের ওপর জোর দিতে হবে। কেননা আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর। যারা সামর্থ্যবান, তারাই শুধু আয়কর দেন। ভ্যাট হচ্ছে পরোক্ষ কর, যা জনসাধারণ দিয়ে থাকে। আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে বিনিয়োগের সম্পর্ক তুলে ধরে তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা ভারত ও শ্রীলঙ্কার মতো হলে বিনিয়োগ আরও ভালো হতো। সামাজিক খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এছাড়া প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে জোর দিতে হবে।

আমাদের অর্থনীতি
Date:26-05-2016 Page 08, Col 2-3 Size:10.5 Col*Inc

শুধু প্রবৃদ্ধি নয়, গুণগত মানও ভাল হতে হবে : সিপিডি

জাফর আহমদ: বাংলাদেশের অর্থনীতির ৬টি সূচক ইতিবাচক রয়েছে। এর মধ্যে প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, মূল্যস্ফীতি কম, সুদের হার কম, ব্যালেন্স অব পেমেন্ট ইতিবাচক, টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল এবং চলতি আয় ইতিবাচক। তবে কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি বলে মনে করেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ তৃতীয় অন্তবর্তিকালিন পর্যালোচনা' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন সংস্থাটির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থাটির রিসার্স ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। চলতি অর্থবছর মানুষের স্মরণ থাকবে শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধির জন্য। তবে উচ্চ পবৃদ্ধি হলেও মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। এ বছর বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা কম। যা উচ্চ এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৩

শুধু প্রবৃদ্ধি নয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর) প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সাধারণত উচ্চ প্রবৃদ্ধি হলে এ সূচকগুলোও ইতিবাচক থাকে।

বাজেটের বিষয়ে তিনি বলেন, কোনো অর্থবছরের বাজেটেই আয় ও ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় না। এর জন্য বাজেটের গুণগত মান বাড়াতে হবে। নতুন বাজেটে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের উদ্যোগ বাড়াতে হবে। সার্বিক আয় কোনখাতে ব্যয় হবে তা পরিষ্কার করতে হবে। কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে মাথাপিছু বরাদ্দ কমেছে, তা বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে বিদ্যমান বিভিন্ন নীতির সংস্কারের পরামর্শ দেন এ অর্থনীতিবিদ।

বিনিয়োগ হচ্ছে না, অথচ দেশ থেকে টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। এটা এখন প্রকাশ্য। প্রচুর মানুষের দেশে-বিদেশে বেনামী সম্পদ রয়েছে। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কালো টাকার তদবির করা শুভ লক্ষণ নয় উল্লেখ করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, দেশে-বিদেশে যে বেনামি সম্পদ রয়েছে, তা আমাদের অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাজেটে কোনো বাড়তি সুবিধা না দিয়ে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে বিনিয়োগের সম্পর্ক তুলে ধরে সিপিডির রিসার্স ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মতো হলে বিনিয়োগ আরও ভাল হতো। সম্পাদনা : সুমন ইসলাম

আমাদের সময়
Date:26-05-2016 Page 03, Col 1-2 Size: 13 col*inc

নতুন ভ্যাট আইন কার্যকর হলে পণ্যের মূল্য বাড়বে : সিপিডি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

নতুন ভ্যাট আইন কার্যকর হলে ভোক্তাপর্যায়ে অনেক পণ্যের দাম বাড়বে। তাই ক্রমান্বয়ে ২-৩ বছরে আইনটি বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। প্রতিষ্ঠানটি আরও বলছে, এতে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) উচ্চ প্রবৃদ্ধি হবে। কিন্তু একই সময়ে কর আহরণ, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা কমেছে। সিপিডির মতে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের অদক্ষতা, আইন ও নীতির দুর্বলতা, সুশাসন ও অবকাঠামো বিনিয়োগের প্রধান বাধা। আগামী বছরের বাজেটে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে নানা সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে।

গতকাল বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৩ তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা শীর্ষক মিডিয়া ব্রিফিংয়ের এসব কথা বলেছে সিপিডি। রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষক তৌফিকুল ইসলাম খান।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, নতুন মূসক আইন বাস্তবায়ন কীভাবে হবে, তা সরকারের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করা উচিত। নতুন মূসক আইন বাস্তবায়ন হলে বিদ্যুৎ বিলের ওপর ভোক্তাদের ৫ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ মূসক দিতে হবে। আবার লোহা বা রডের ওপর মূসক বাড়লে তা অবকাঠামো তৈরির প্রকল্পে খরচ বাড়াবে। নতুন মূসক আইনে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল, অর্থ পরিশোধ, নিবন্ধন নেওয়া যাবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, আমরা এই নীতি (মূসক) প্রচলনের পক্ষে। তবে সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের যে ঐকমত্য হচ্ছে না; প্রকাশ্যে বিরোধিতা হচ্ছে, সেটা সমাধান না হলে এ আইন বাস্তবায়ন কঠিন হবে। আইনটি সফলভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আগামী দুই থেকে তিন বছরে ক্রমান্বয়ে এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

নতুন ভ্যাট আইন কার্যকর হলে পণ্যের

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) মূসক আইন বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা যাতে উপকরণ রেয়াত নিতে পারেন, তা নিশ্চিত করা দরকার। তা না হলে পণ্যের ওপর তা বিক্রয় কর (সেলস ট্যাক্স) হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, চলতি অর্থবছর শেষে প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ ছুঁতে পারে। উচ্চ প্রবৃদ্ধির বছর হিসেবে এটি মনে থাকবে। কিন্তু অন্যদিকে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা কম। তাই আগামী অর্থবছরে বাজেটে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নীতি সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ৬টি ইতিবাচক দিক রয়েছে। সেগুলো হলো উচ্চ প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি কম, সুদহার কম, ব্যালান্স অব পেমেন্ট ইতিবাচক, চলতি আয় ইতিবাচক ও টাকার বিনিময়হার স্থিতিশীল ইত্যাদি।

কিন্তু বাংলাদেশ অর্থনীতিতে দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, উচ্চ প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছে। কিন্তু কর আহরণ কমছে। কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ বাড়ছে। পুঁজি ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা কম। উচ্চ প্রবৃদ্ধি হলে গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। তিনি বলেন, নতুন বাজেটে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে। বাজেটের আয়-ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা কখনো অর্জন হয় না। বাজেটের গুণগত মান বাড়াতে হবে। আর্থিক আয় কোন কোন খাতে ব্যয় হবে, তা ঠিক করতে হবে। ভর্তুকি কমে যাচ্ছে, তাই কৃষি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

www.dailyasianage.com
THE ASIAN AGE
CITY EDITION
Date:26-05-2016 Page: 08, Col 2-5 Size:32 Col*Inc

Centre for Policy Dialogue (CPD) holds a press briefing on the findings of its study report on "State of the Bangladesh Economy report for 2015-2016 fiscal (third reading)" under "Independent Review of Bangladesh's Development (IRBD)" at CIRDAP auditorium in the city,

CPD suggests employment, investment friendly budget

Staff Correspondent

Financial think tank Centre for Policy Dialogue (CPD) on Wednesday suggested that upcoming national budget for 2016-17 financial year (FY17) should focus on employment generation and increasing investment to expedite and ensure the quality of growth.

Dr Debapriya Bhattacharya, distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD), said, "Agriculture investment has been lowered. It will create a big problem if the government revokes subsidies from agriculture. The government will have to increase the expenditure in the education and health sectors."

Briefing on the findings of a CDP study report on "State of the Bangladesh Economy report for 2015-2016 fiscal (third reading)" under its flagship program "Independent Review of Bangladesh's Development (IRBD)" at CIRDAP auditorium in the city, Dr. Debapriya Bhattacharya, drew attention to develop infrastructure including administration, banking and financial institutions to sustain economic growth.

He said the government should put stress more on areas including revenue collection, employment, personal and industrial investment and Wealth mobilization to ensure quality of growth. He also underscored the need for arranging discussions on the government policies to ensure their implementation.

Revealing the report, CPD's research fellow Towfiqul Islam Khan said the government should initiate diverse approaches without delay on new Value Added Tax (VAT) and Supplementary Duty (SD) Act. "If necessary a staggered implementation plan may be developed", he added.

He provided some recommendations including readjustment of administered prices of diesel and kerosene to share the benefit with the entrepreneurs and poor people and restructuring of public expenditure in favour of the social sectors and program to support the marginal people. The government should pay highest attention to the Annual Development Program (ADP) implementation and emphasis should be given to important ongoing ADP projects alongside the 'mega projects', he said.

He said, institutional and policy reforms are needed for carrying out revenue mobilisation, public expenditure and budget transparency. Among others, CDP Executive Director Professor Mustafizur Rahman was present at the briefing.

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
Date26-05-2016 Page 12, Col 1 Size: 7 Col*Inc

অর্থনীতিতে দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি

—— ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, শুধু উচ্চ প্রবৃদ্ধি হলেই হবে না, এর গুণগত মানও থাকতে হবে। তা না এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

অর্থনীতিতে দ্বান্দ্বিক

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] হলে প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থানের কাজে লাগবে না। এমন প্রবৃদ্ধির উপকার অনেক কম। গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা প্রতিবেদন' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। ড. দেবপ্রিয় আরও বলেন, যে অর্থবছরে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হলো, সেই অর্থবছরেই ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ, শিল্প খাতে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতা কমে গেছে। আবার রাজস্ব আহরণেও দুর্বল অবস্থা। ফলে একটা দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সিপিডি গবেষক তৌফিকুল ইসলাম খান। আরও বক্তব্য দেন সিপিডি নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান, বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক ফাইয়াজ তালুকদার প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য দেশের অর্থনীতির কিছু ইতিবাচক দিক তুলে ধরে বলেন, বর্তমানে সহনীয় পর্যায়ে আছে মূল্যস্ফীতি, ঋণের সুদহার কমে আসা, বাজেট ঘাটতি কম থাকা, বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা ইত্যাদি। এগুলো সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতার লক্ষণ। তিনি বলেন, 'নতুন কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখেই নতুন বাজেট তৈরি করতে হবে। কৃষিতে বিনিয়োগ কমেছে। এখন ভর্তুকি তুলে নিলে আরও বড় ধরনের সমস্যা হবে। কৃষিতে বড় ধরনের বিনিয়োগ দরকার। সেই সঙ্গে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বাড়াতে হবে।' তিনি উল্লেখ করেন, 'বিনিয়োগ হচ্ছে না, অথচ দেশ থেকে টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। এটা এখন প্রকাশ্য। প্রচুর মানুষের দেশে বিদেশে বেনামি সম্পদ রয়েছে। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কালো টাকার তদবির করা শুভলক্ষণ নয়।'

THE BANGLADESH TODAY
Date: 26-05-2016 Page 1, Col 1-3 Size: 18 Col*Inc

New budget should focus on employment, investment : CPD

DHAKA : Leading financial think tank Centre for Policy Dialogue (CPD) yesterday suggested that upcoming national budget for 2016-17 financial year (FY17)should focus on employment generation and increasing investment to expedite and ensure the quality of growth, reports BSS.

"Agriculture investment has been lowered. It will create a big problem if the government revokes subsidies from agriculture. The government will have to increase the expenditure in the education and health sectors," said Dr Debapriya Bhattacharya, distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD).

Briefing on the findings of a CDP study report on "State of the Bangladesh Economy report for 2015-2016 fiscal (third reading)" under its flagship programme "Independent Review of Bangladesh's Development (IRBD)" at CIRDAP auditorium in the city, Dr. Debapriya Bhattacharya, drew attention to develop infrastructure including administration, banking and financial institutions to sustain economic growth.

He said the government should put stress more on areas including revenue collection, employment, personal and industrial investment and Wealth mobilisation to ensure quality of growth.

He also underscored the need for arranging discussions on the government policies to ensure their implementation.

Revealing the report, CPD's research fellow Towfiqul Islam Khan said the government should initiate diverse approaches without delay on new Value Added Tax (VAT) and Supplementary Duty (SD) Act. "If necessary a staggered implementation plan may be developed", he added.

He provided some recommendations including readjustment of administered prices of diesel and kerosene to share the benefit with the entrepreneurs and poor people and restructuring of public expenditure in favour of the social sectors and programmes to support the marginal people.

The government should pay highest attention to the Annual Development Programme (ADP) implementation and emphasis should be given to important ongoing ADP projects alongside the 'mega projects', he said.

He also said that institutional and policy reforms are needed for carrying out revenue mobilisation, public expenditure and budget transparency. Among others, CDP Executive Director Professor Mustafizur Rahman was present at the briefing.

ভোরের ডাক
Date:26-05-2016 Page 01,Col 6-8 Size: 21 :Col*Inc

প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও উৎপাদন ক্ষমতা কমেছে : সিপিডি

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বাংলাদেশের বাজেট সর্বনিম্ন

অর্থনৈতিক রিপোর্টার : ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কর্মসংস্থান বাড়েনি। এই ধারা আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও অব্যাহত থাকবে বলে মনে করছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। গতকাল বুধবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সিপিডি আয়োজিত 'বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলা হয়। সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির রিসার্স ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শিল্প খাতে ১২ লাখ কর্মসংস্থান কমেছে, যা শিল্প খাতে মোট কর্মসংস্থানের ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ। এ প্রসঙ্গে সিপিডির সম্মানিত ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ এবং উৎপাদন ক্ষমতা কমছে। তাই প্রবৃদ্ধির গুণগত মান প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি।

আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে বিনিয়োগের সম্পর্ক তুলে ধরে তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা ভারত এবং শ্রীলংকার মতো হলে বিনিয়োগ আরো ভালো হতো।

গতকাল সিরডাপ মিলনায়তনে সিপিডি আয়োজিত বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ***-ফোকাস বাংলা***

সামাজিক খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, সামাজিক খাতে বরাদ্দ কমে যাচ্ছে। এখানে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এ ছাড়া প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে জোর দিতে হবে।

আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট সম্পর্কে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আগামী বাজেট যেন মূসক (ভ্যাট) নির্ভর না হয়। আমাদের আয়করের উপর জোর দিতে হবে। কেননা আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর। যারা সামর্থ্যবান তারাই শুধু আয়কর দেন। ভ্যাট হচ্ছে পরোক্ষ কর, যা জনসাধারণ দিয়ে থাকে।

সংবাদ সম্মেলনে পরিসংখ্যান তুলে ধরে সিপিডি জানায়, বিশ্বের ১৬১টি দেশের মধ্যে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫তম। স্বাস্থ্য খাতে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৯তম। *এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬*

প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কর্মসংস্থান

প্রথম পৃষ্ঠার পর : স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দের দিক থেকে বাংলাদেশের নিচে রয়েছে কম্বোডিয়া। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে **শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা খাতেও ব্যয়** বাড়ানোর **আহ্বান জানায় সিপিডি**। এ ছাড়া বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট চায় সংস্থাটি। তাদের মতে, প্রতি বছরই বাজেটের আয় ও ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ১৭ থেকে ১৮ শতাংশ ঘাটতি থাকে। জ্বালানি তেলের আয় থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হয়। সংস্থাটির ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ব্যয় বাড়াতে হবে। এ ছাড়া কৃষিতে বড় ধরনের বিনিয়োগের আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, দেশের আর্থিক খাতের স্বাস্থ্য ভালো নয়। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় যোগ্য নেতৃত্বের অভাব রয়েছে। ব্যবস্থাপকদের সুনির্দিষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। এ খাতকে টিকিয়ে রাখতে সুশাসন প্রয়োজন। এ জন্য ব্যাংক ও আর্থিক খাতে কমিশন গঠনের পরামর্শ দেন এই অর্থনীতিবিদ। সিপিডি জানিয়েছে, সরকার জ্বালানি তেলের দাম কমিয়েছে। কিন্তু এর সুফল কৃষক ও দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী পাচ্ছে না। তাই কেরোসিন ও ডিজেলের দাম আরো কমানোর আহ্বান জানান তারা। বাজেট বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের দাবি জানিয়েছে সংস্থাটি।

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ
Date: 26-05-2016 Page: 09, Col 1-4 Size 22 Col*Inc

প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কর্মসংস্থান বাড়েনি : সিপিডি

কাগজ প্রতিবেদক : ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কর্মসংস্থান বাড়েনি। এই ধারা আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও অব্যাহত থাকবে বলে মনে করছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। গতকাল বুধবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সিপিডি আয়োজিত 'বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলা হয়। সংবাদ সম্মেলনে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির রিসার্স ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান।

তিনি বলেন, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শিল্পখাতে ১২ লাখ কর্মসংস্থান কমেছে। যা শিল্পখাতে মোট কর্মসংস্থানের ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ। সংবাদ সম্মেলনে পরিসংখ্যান তুলে ধরে সিপিডি জানায়, বিশ্বের ১৬১টি দেশের মধ্যে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫তম। স্বাস্থ্য খাতে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৯তম। স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দের দিক থেকে বাংলাদেশের নিচে রয়েছে কম্বোডিয়া। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা খাতেও ব্যয় বাড়ানোর আহ্বান জানায় সিপিডি।

এ ছাড়া বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট চায় সংস্থাটি। তাদের মতে, প্রতিবছরই বাজেটের আয় ও ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ১৭ থেকে ১৮ শতাংশ ঘাটতি থাকে। সিপিডি বলছে, সরকার জ্বালানি তেলের দাম কমিয়েছে। কিন্তু এর সুফল কৃষক ও দারিদ্র্য জনগোষ্ঠী পাচ্ছে না। তাই কেরোসিন ও ডিজেলের দাম আরো কমানোর আহ্বান জানায় তারা।

এ প্রসঙ্গে সিপিডির সম্মানিত ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ এবং উৎপাদন ক্ষমতা কমছে। তাই প্রবৃদ্ধির গুণগত মান প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি। আইন-শৃঙ্খলার সঙ্গে বিনিয়োগের সম্পর্ক তুলে ধরে তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মতো হলে বিনিয়োগ আরো

ভালো হতো। সামাজিক খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, সামাজিক খাতে বরাদ্দ কমে যাচ্ছে। এখানে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এ ছাড়া প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে জোর দিতে হবে।

আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট সম্পর্কে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আগামী বাজেট যেন মূসক (ভ্যাট) নির্ভর না হয়। আমাদের আয়করের ওপর জোর দিতে হবে। কেননা আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর। যারা সামর্থ্যবান তারাই শুধু আয়কর দেয়। ভ্যাট হচ্ছে পরোক্ষ কর। যা জনসাধারণ দিয়ে থাকে। বাজেট বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের দাবি জানিয়েছে সংস্থাটি।

বণিক বার্তা
Date:26-05-2016 Page 16 Col 5-6 Size: 24 Col*Inc

রাজধানীতে সংবাদ সম্মেলনে সিডিপির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যসহ অন্যরা ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

সিপিডির অর্থনীতি পর্যালোচনা

প্রবৃদ্ধি বাড়লেও অন্য সূচকে অবনমন শঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশে উন্নীত হতে চলেছে। কিন্তু প্রবৃদ্ধি বাড়ার ফলে অন্যান্য খাতে এর যে প্রতিফলন থাকার কথা, তা দেখা যাচ্ছে না। এ বছর সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হলেও কর্মসংস্থান হয়েছে গত দেড় দশকের মধ্যে সবচেয়ে কম। কমছে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ। আবার রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধিও অনেক কম। আর এসব বিষয় প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার ক্ষেত্রে তৈরি করছে শঙ্কা।

চলতি অর্থবছরে দেশের অর্থনীতির সার্বিক পর্যালোচনা করতে গিয়ে এ শঙ্কার কথা জানিয়েছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

অর্থনীতির হালচাল নিয়ে গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সিডিপি। এতে সংস্থাটির পক্ষে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা।

সিপিডি জানায়, সাধারণত জিডিপি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থানের একটি যোগসূত্র রয়েছে। প্রবৃদ্ধি বাড়লে কর্মসংস্থানও বাড়ে। কিন্তু চলতি অর্থবছর প্রবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হলেও কর্মসংস্থান সে অনুপাতে বাড়েনি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর লেবার ফোর্স সার্ভের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে দেশে মোট ছয় লাখ কর্মসংস্থান হয়েছে। অর্থাৎ এক বছরে মাত্র তিন লাখ কর্মসংস্থান হয়েছে। অন্যদিকে ম্যানুফ্যাকচারিং বা শিল্প খাতে কর্মসংস্থান বাড়েনি, উল্টো প্রায় সাড়ে ১৩ শতাংশ হারে কমেছে কর্মসংস্থান। শঙ্কার বিষয় হলো— গত দুই বছরে শিল্প খাতে ১০ শতাংশের উপরে প্রবৃদ্ধি হলেও এ সময়ে খাতটিতে কর্ম হারিয়েছেন ১২ লাখ শ্রমিক। আর নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গতি না থাকলে

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

প্রবৃদ্ধি বাড়লেও অন্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

সরকারের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের উচ্চাশা পূরণ হবে না। এ বিষয়ে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন হওয়ায় চলতি অর্থবছর স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু একই সঙ্গে এ সময়ে কিছু শঙ্কার বিষয়ও রয়েছে। প্রবৃদ্ধির হার বাড়লেও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তার প্রতিফলন নেই। অন্য দেশে প্রবৃদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে ধরনের উৎপাদনশীলতা দেখা যায়, আমাদের দেশে তা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না। আবার ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগেও এক ধরনের বন্ধ্যত্ব দেখা দিয়েছে। রাজস্ব আহরণও সন্তোষজনক নয়।

তিনি বলেন, বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিচ্ছে না। বেকারদের বেশির ভাগই উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের। এ অবস্থায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কৃষিতে বড় ধরনের বিনিয়োগ প্রয়োজন।

সিপিডি জানায়, আর্থিক খাতের অব্যবস্থাপনার কারণে বাজেট বাস্তবায়নের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রতি বছর একটি বড় অঙ্কের অর্থ দিতে হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর পুনঃঅর্থায়নের জন্য। অন্যদিকে ব্যাংগুলোয় জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। শেয়ারবাজারের অবস্থাও খুবই নাজুক। প্রায় পাঁচ বছর শেয়ারবাজারে কোনো চাঞ্চল্য নেই। এ অবস্থায় আর্থিক খাতের সংস্কারে একটি স্বতন্ত্র কমিশন গঠনের দাবি জানায় সিপিডি।

গবেষণা সংস্থাটি মনে করে, জনগণের করের অর্থ দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন না করে সে অর্থ সামাজিক নিরাপত্তায় ব্যয় করলে তা সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সহায়তা করত। আর আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে বলে জানান ড. দেবপ্রিয়। তিনি বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা বাড়াতে সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (এনএসএসএস) প্রণয়ন করেছে। এটি একটি ভালো উদ্যোগ। কিন্তু সরকারের এ নীতি বাস্তবায়নে তেমন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

কৃষক উৎপাদিত পণ্যের দাম না পাওয়ায় বোরো ধানের আবাদ কমিয়ে দিয়েছে উল্লেখ করে সিপিডি জানায়, খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি খাতের বিকল্প এখনো কিছু সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু উৎপাদিত পণ্যের দাম না পাওয়ায় কৃষক বোরো ধানের আবাদ কমিয়ে দিয়েছেন। আর ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় সেচের খরচ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এজন্য আউশ ও আমন ধানের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। আর সেচের খরচ কমানোর জন্য ডিজেলের দাম কমানোর দাবি জানানো হলেও এ জ্বালানির দাম যে হারে কমানো হয়েছে, তা খুবই নগণ্য। অন্যদিকে ধনীদের ব্যবহার্য পেট্রল ও অকটেনের দাম কমানো হয়েছে বেশি হারে।

সিপিডির পর্যালোচনায় আরো বলা হয়, ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি খুবই কম। বিনিয়োগের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সম্পর্ক রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরো উন্নত হলে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ বাড়ত। যেসব বিষয় বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, তার মধ্যে রয়েছে— ঘন ঘন নীতির পরিবর্তন, শুল্ককর-সংক্রান্ত আইনে বারবার পরিবর্তন, জনপ্রশাসনে সুশাসনের ঘাটতি এবং অবকাঠামোগত দুর্বলতা।

বাজেট বাস্তবায়নে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে উল্লেখ করে সিপিডি জানায়, প্রতি বছর বড় অঙ্কের বাজেট দেয়া হলেও বছর শেষে মোটা অঙ্কের অর্থ কাটছাঁট করতে হয়। এর অন্যতম কারণ প্রত্যাশা অনুযায়ী রাজস্ব আহরণ না হওয়া। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নেও দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। বড় প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি দ্রুতকরণে এগুলোকে 'ফাস্টট্র্যাক'-ভুক্ত করা হলেও কাজে গতি আসেনি। আর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক বিনিয়োগের প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ এক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর অন্যতম। শিক্ষা খাতে ১৬০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫তম। আর স্বাস্থ্য খাতে ১৯০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৮৯তম।

dailyobserver
Second Edition
We stand for people's rights
www.observerbd.com
Date:26-05-2016 Page 01, Col 5 Size: 34 Col*Inc

GDP growth lacks quality: CPD Review

Staff Correspondent

Although Bangladesh's economy has attained a higher level of 7.05 per cent growth, it lacks quality as there is declining trend in job opportunities, slow

SEE PAGE 2 COL 6

Dr Debapriya Bhattacharya, distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD) briefing on the findings of a CDP study report on "State of the Bangladesh Economy report for 2015-2016 fiscal (third reading)" under its flagship programme "Independent Review of Bangladesh's Development (IRBD)" at CIRDAP auditorium in the city on Wednesdav. PHOTO : OBSERVER

GDP growth lacks quality

FROM PAGE 1

investments in agriculture and industry and low expenditure in health and education.

This was viewed by the Centre for Policy Dialogue (CPD) in its Independent Review of Bangladesh's Development (IRBD) programme, third of its kind, in the city on Wednesday.

The private think tank said though as per official estimation Gross Domestic Product (GDP) has attained a 7.05 per cent growth, in many cases it failed to maintain quality.

CPD's IRBD Coordinator Towfiqul Islam Khan presented their third reading of State of the Bangladesh Economy in FY2016 while Executive Director Professor Mustafizur Rahman and Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhattacharya were present at the programme.

The report said, "It is a matter of concern that the attained higher level of GDP growth rate did not create adequate employment opportunities."

"Indeed, the pace of job creation has slowed down considerably during 2013-2015 period. It is rather surprising that in the last two years more than 1.2 million jobs were lost in manufacturing sector."

The report said private sector investment is 21.78 per cent of GDP during FY16, which fell by 0.3 points.

Though investment in services sector continues to rise, it has a sluggish trend in the private sector.

Khan, also a research fellow, said investment in agriculture is dropping sharply and along with a low investment in irrigation farmers are denied fair prices of their produces, which may affect the inflation.

According to CPD's Perception Survey 2016, some changes, amendments and policy supports are needed to attract investments.

In particular it suggested changes in fiscal policies (tax and VAT) and improvements in governance, transparency, accountability and infrastructure.

It said in the overall economic growth the government failed to improve some sectors like collecting revenue and share market, implement annual development programme and reduce non performing loans.

The CPD data show the year-end revenue collection in FY16 was likely to be about Tk65 billion, an amount lesser than the revised target for the fiscal.

The CPD emphasises amendments in VAT Act and SD Act to ensure more revenue earnings.

It said demand for investing untaxed money should be stopped on moral ground and for those who regularly pay to the government.

The report also pointed to inadequate budgetary allocation for health and education, despite a higher GDP growth.

It said Bangladesh ranked 155th out of 161 countries and 189th out of 190 countries as regards its public spending (as % of GDP) on education and health respectively.

It is imperative to increase spending in those two public sectors for economic development, the CPD observed.

The third reading report shows that in the current fiscal year ADP implementation faced a serious setback.

It showed 46.5 per cent of original ADP was spent during July-April of 2016, which is the lowest since FY2009.

The Daily Star
Date: 26-05-2016 Page 17, Col 5-6 Size: 28 col*inc

A holdup in new VAT law

REJAUL KARIM BYRON

The government may put the new VAT law on hold for another year in the face of opposition by business leaders.

The new development runs counter to Finance Minister AMA Muhith's commitment to the International Monetary Fund that the law would be enforced from July.

"The VAT implementation is back on track and we are firmly committed to its launch in July 2016," Finance Minister AMA Muhith wrote in a letter to IMF Managing Director Christine Lagarde in October last year.

In mid-May, Muhith said at a meeting of the parliamentary standing committee on the finance ministry that the law may not be implemented in July, a member of the committee told The Daily Star.

The committee opposed the implementation of the new law at that meeting.

A high-level meeting of the government has recently discussed the issue and decided not to implement the law next fiscal year.

The stance has already been communicated to the National Board of Revenue and the next budget proposal has been prepared accordingly.

The new VAT law was passed in parliament in 2012, but its implementation was delayed time and again due to opposition from businessmen and a lack of preparation by the tax authority.

The IMF delayed an instalment of its Extended Credit Facility due to a delay in the new VAT law.

The finance ministry had informed the IMF that prior to placing the new law in parliament in 2012, the new VAT law underwent extensive consultation with the stakeholders. Despite this, the new law has come under criticism by the business community.

To counter the criticism, the NBR and Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry formed a joint committee which submitted its report in January last year.

As per their recommendations, some amendments were made to the law, and passed again in parliament in September.

Major changes in the new law are: VAT will be a single rate at 15 percent, the tax base will be determined on the basis of actual transaction values and there would be no pre-approved values or truncated base and limited exemption.

READ MORE ON B3

A holdup in new VAT law

FROM PAGE B1

After these, the finance minister again committed to implementing the new law in July this year to the IMF; accordingly, the global lender released its two remaining instalments in one go.

However, the business community began strong protests against the law and threatened to go for an all-out movement.

Commerce Minister Tofail Ahmed also publicly requested the finance minister to implement it gradually. In addition, the NBR sent a detailed report to the finance ministry in April, mentioning the challenges in implementing the new law.

The NBR said it would increase revenue collection but it would not be possible to protect the local industries. It also said the new law is likely to increase the price of essentials and the cost of government development projects would go up. So, the NBR recommended consultation of all related issues at the highest government level.

The official said that if the demands of the businessmen are taken into account, the VAT law will have to be changed again, which is not possible before the budget.

The finance minister will give a detailed statement in parliament in this regard, officials added.

Debapriya Bhattacharya, distinguished fellow of Centre for Policy Dialogue, said the businessmen publicly expressed their opposition to the new VAT law.

"Without solving it (businessmen's opposition) if the law is implemented, the administration will definitely face problems," Debapriya said at a press meet on the release of CPD's report on the state of the economy.

There is lack of the work plan required for implementing the law, he added.

Mustafizur Rahman, executive director of CPD, said the law will have to be implemented in two to three years. "Implementing 15 percent VAT at all levels in one go would not be proper."

Both agreed that it was a good law and at some point, it has to be implemented to increase revenue.

daily sun
TRUE & IMPARTIAL
Date:26-05-2016 Page:16, Col:1-2 Size:22.5 Col*Inc

Next budget should focus on jobs, investment: CPD

STAFF CORRESPONDENT

Job creation and encouraging investments should get priority in the upcoming national budget to accelerate growth alongside ensuring its quality, private think-tank Centre for Policy Dialogue (CPD) said on Wednesday.

The fiscal space created from lower subsidy requirement should be best utilised through reallocation of resources to important sectors like agriculture, education, health and social protection that received less attention in recent years, it said.

CDP made the observation in its "State of the Bangladesh Economy report for 2015-2016 fiscal (third reading)" under its flagship programme "Independent Review of Bangladesh's Development (IRBD)", which was officially unveiled during a media briefing at CIRDAP auditorium in the capital.

"Investments are stagnant in the country. On the other hand, capital flight from the country is evident. Many people now have resources in home and abroad under fake names," CPD Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhattacharya said while addressing the briefing.

"Agriculture investment has been lowered. It will create a big problem if the government revokes subsidies from agriculture," he said, also suggesting higher allocation in education and health sectors.

Regarding the 7.05 percent provisional growth estimate by the government, CPD said it was not a quality growth due to falling employment, investments, and resource mobilisation.

"The growth that doesn't create jobs will be useless for the country," Debapriya noted. **Page 15 Col 5**

Next budget should

From Page 16

The government should focus more on areas like revenue collection, employment, personal and industrial investment and wealth mobilisation to ensure quality of growth, he said.

He also drew attention to developing necessary infrastructure to sustain economic growth.

Debapriya also underscored the need for arranging discussions on government policies to ensure proper implementation.

Revealing the report, CPD's Research Fellow Towfiqul Islam Khan said the government should initiate diverse approaches without delay on the new Value Added Tax (VAT) and Supplementary Duty (SD) Act. "If necessary, a staggered implementation plan may be developed," he said.

He also offered some recommendations, including re-adjustment of administered prices of diesel and kerosene to share the benefit with the entrepreneurs and poor people and restructuring of public expenditure in favour of the social sectors and programmes to support the marginal people.

"The government should pay the highest attention to the Annual Development Programme (ADP) implementation and emphasis should be given to important ongoing ADP projects alongside the 'mega projects', he said.

He also said institutional and policy reforms are needed for carrying out revenue mobilisation, public expenditure and budget transparency.

CDP Executive Director Professor Mustafizur Rahman, among others, was also present at the briefing.

Dhaka Tribune

Date: 26-05-2016 Page 04 Col 1-3 Size: 15 Col*Inc

CPD: Negotiations to fix VAT rate important

Tribune Desk

The Centre for Policy Dialogue (CPD) yesterday said fixing VAT rate without proper negotiation with businesses will not help boost revenue collection.

"Without consultation with the stakeholders to fix the VAT rate, the administration will face problems, as we have seen disputes publicly between the government and the business community," said Debapriya Bhattacharya, CPD distinguished fellow.

He was speaking at a press briefing on Macroeconomic Performance for FY2015-16 (third reading) at the Cirdap auditorium in Dhaka.

The National Board of Revenue has proposed to fix uniform VAT rate at 15% under the new VAT law passed in 2012 in the parliament to increase revenue collection. The new law came into effect from July 1 this year. For long, stakeholders have demanded to reduce VAT rate to 7% from the proposed 15%.

CPD Executive Director Professor Mustafizur Rahman said: "VAT is a progressive system. However, VAT rate should be fixed in a way so that the commoners do not feel pain."

According to the CPD, the culture of black money whitening facility, without any condition and punishment given in every budget, should be stopped as it has negative impacts on the faith of other policies of the administration.

"We should come out of this culture and solve the problem," said Debapriya.

He called for regulations to review money leaving the country. "Money has been transferred to other countries, as recent Panama Papers revelations shed light on offshore accounts."

For sustainable growth, the think tank put forward some recommendations, including gearing up employment creation, reduction of diesel and kerosene prices for the benefit of the poor, increasing public expenditure on social safety net, and proper ADP implementation and institutional reformation.

On May 14, in a speech, Dhaka South Business Forum General Secretary Abu Motaleb said: "Imposition of 15% VAT with new law has created worries among traders, particularly the small and medium enterprises, and retail shops."

"Once implemented, it will hike product prices by 10% to 12% immediately, which will create a setback for small traders," he said.

The Financial Express
Date: 26-05-2016 Page 01, Col 2-5 Size:43 Col*Inc

CPD against launch of new VAT law as disputes remain

Finds gross mismatch between GDP growth and employment

FE Report

The Centre for Policy Dialogue (CPD) said Wednesday the government should not implement the new VAT law without resolving the issues raised by the businesses.

Any failure to do so might lead to various complexities, resulting in a substantial fall in the overall revenue mobilisation in the next fiscal, the private think-tank said.

The government is set to introduce the new VAT Act from July with a uniform rate of VAT at 15 per cent across the board. But, the country's business organisations have long been protesting it.

The critical view of CPD came at a press briefing - State of the Bangladesh Economy in 2015-16: Third Reading. It was held at CIRDAP Auditorium in the city, with CPD executive director Dr Mustafizur Rahman in the chair.

CPD distinguished fellow Dr Debapriya Bhattacharya and other officials were also present at the briefing. CPD research fellow Towfiqul Islam Khan presented the keynote on the issue.

The organisation expressed the view that the government should have implemented a 'progressive' VAT system, considering the SMEs. Completion of online registrations was also necessary, it felt.

Centre for Policy Dialogue (CPD) Distinguished Fellow Dr Debapriya Bhattacharya speaking at a press briefing on Bangladesh economy in 2015-16 in the capital on Wednesday. — FE Photo

The CPD also said the government should enact some laws to bring back the money, already siphoned off by some businesses, for reinvestment in the country.

The think-tank was highly critical of the government's growth estimate at over 7.0 per cent for the ongoing fiscal year.

It said the estimated growth rate has caused a 'dialectical' situation in the economy.

Quoting the quarterly labour force survey of July-September period in 2015, the organisation said the employment rate remained low, which should have been higher in line with the economic growth rate.

It also said BBS has showed that private investment in terms of GDP also declined in the year under review. The private investment was 21.78 per cent

Continued to page 7 Col. 1

CPD against launch of new VAT

Continued from page 1 col. 5

of GDP during FY 16, down by 0.3 percentage point over that of the previous year.

Speaking at the briefing Dr Bhattacharya said the over 7.0 per cent growth estimation is definitely a remarkable milestone for the country.

But it is rather surprising to find that despite attaining a double-digit value addition growth rate in the manufacturing sector in last two years (in net terms), more than 1.2 million jobs were lost in the sector.

Indeed, a GDP growth with very weak employment generating capacity will not be able to serve the development ambitions of Bangladesh.

He said the sources of growth are very much important while measuring GDP. Both factor accumulation and factor productivity remained low in the year under the review.

"Our revenue collection and employment had slowed at a time when the GDP grew at much higher rate."

"It is also a matter of concern that the attained higher level of GDP growth rate (as per official estimation of over 7.0 per cent) did not create adequate employment opportunities in the economy." "This year is the year of higher growth and at the same time, this year is the year of declining private investment, revenue collection, employment generation and labour productivity. This creates a dialectical situation in the economy," said Dr Bhattacharya.

"It is important to focus on quality and sources of growth, and not on quantity, for sustaining or strengthening the growth momentum."

He also said CPD is in favour of the new VAT Act, as it is much progressive. But the organization urged the government not to introduce it without addressing the businesses' demands.

There is no action plan on implementation of the VAT Act. Nothing progressed so far regarding the online VAT registration, he noted.

"We don't see any political and administrative move to resolve the pending issues regarding the VAT rate as well."

Speaking on the issue Dr Mustafizur Rahman said there should have been some 'concession' for the SMEs. "15 per cent VAT for all will be detrimental to the SMEs," he opined.

The CPD official noted that tariff of power and other utilities will rise once the new VAT Act is implemented, as the consumers usually pay VAT along with the bills. Besides, it will take at least 2-3 years to register all VAT-payers online.

Rahman also said the government should take moves to bring back the money that went outside the country through different means.

There should also be penalties, otherwise the genuine taxpayers will be demoralized, he added.

The think-tank said repeated recapitalization of the sate-owned banks at the expense of people's tax money is difficult to justify while the state cannot provide adequate support to the poorest and marginalised people due to scarcity of resources. It also regretted that the culprits, responsible for the banking scams, were not brought to justice till date.

The CPD was also critical of the high real effective exchange rate (REER) that has been 'eroding' the country's competiveness in export.

It suggested using extensive currency basket while calculating REER, so that exchange rate movement ties more transparently to trade performance.

jasimharoon@yahoo.com

theindependent
Date:26-05-2016 Page 01, Col 5-7 Size: 49 Col*Inc

Employment, investment main challenges: CPD

Leading financial think tank Centre for Policy Dialogue (CPD) yesterday suggested that upcoming national budget for 2016-17 financial year (FY17) should focus on employment generation and increasing investment to expedite and ensure the quality of growth, reports BSS.

"Agriculture investment has been lowered. It will create a big problem if the government revokes subsidies from agriculture. The government will have to increase the expenditure in the education and health sectors," said Dr Debapriya Bhattacharya, distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD).

Briefing on the findings of a CDP study report on "State of the Bangladesh Economy report for 2015-2016 fiscal (third reading)" under its flagship programme "Independent Review of Bangladesh's Development (IRBD)" at

BUDGET 2016-17

CIRDAP auditorium in the city, Dr. Debapriya Bhattacharya, drew attention to develop infrastructure including administration, banking and financial institutions to sustain economic growth.

He said the government should put stress more on areas including revenue collection, employment, personal and

SEE PAGE 2 COL 7

Employment, investment

FROM PAGE 1 COL 7

industrial investment and Wealth mobilisation to ensure quality of growth.

He also underscored the need for arranging discussions on the government policies to ensure their implementation.

Revealing the report, CPD's research fellow Towfiqul Islam Khan said the government should initiate diverse approaches without delay on new Value Added Tax (VAT) and Supplementary Duty (SD) Act. "If necessary a staggered implementation plan may be developed", he added.

He provided some recommendations including readjustment of administered prices of diesel and kerosene to share the benefit with the entrepreneurs and poor people and restructuring of public expenditure in favour of the social sectors and programmes to support the marginal people.

The government should pay highest attention to the Annual Development Programme (ADP) implementation and emphasis should be given to important ongoing ADP projects alongside the 'mega projects', he said.

He also said that institutional and policy reforms are needed for carrying out revenue mobilisation, public expenditure and budget transparency.

Among others, CDP Executive Director Professor Mustafizur Rahman was present at the briefing.

দৈনিক ইনকিলাব
Date: 26-05-2016 Page 1 Col 2-4 Size: 31Col*Inc

প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কমেছে কর্মসংস্থান -সিপিডি

ভ্যাট আইন কার্যকর হলে বাড়বে বিদ্যুতের দাম

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কর্মসংস্থান কমেছে, যা অর্থনীতির জন্য সাংঘর্ষিক বলে মনে করছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। এছাড়া নতুন ভ্যাট আইন আগামী জুলাইতে চালু হলে হলে বিদ্যুতের দাম বাড়বে বলে মনে করছে সংস্থাটি। এছাড়াও আগামী বাজেটে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে।

বুধবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ 'তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলে সংস্থাটি।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ হবে বলে আশা করছে সরকার। কিন্তু জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়লেও সেই হারে আমাদের বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান বাড়েনি। একই সঙ্গে অর্থনীতির উৎপাদন সক্ষমতা কমেছে। তাই প্রবৃদ্ধির সংখ্যা বিবেচনায় না নিয়ে এর সঙ্গে যুক্ত সূচকের গুণগতমান উন্নয়ন করা উচিত।

সিপিডি জানায়, গত (২০১৩-২০১৫) দুই বছরেই উৎপাদন ও শিল্পখাতে ১২ লাখ কর্মসংস্থান কমেছে। যা শিল্পখাতে মোট কর্মসংস্থানের ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ।

নতুন ভ্যাট আইন প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, এখন বিদ্যুতের উপর ৫ শতাংশ ভ্যাট দিতে হয়। ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন হলে ১৫ শতাংশ ভ্যাট দিতে হবে। নতুন আইনে বিদ্যুতের আরো ১০ শতাংশ পৃঃ ২ কঃ ৭

সিরডাপ অডিটরিয়ামে গতকাল সিডিপি আয়োজিত বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনায় উপস্থিত বক্তারা -ইনকিলাব

প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কমেছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বেশি ভ্যাটযুক্ত হবে। এতে বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাবে। ফলে শিল্প-কারখানায় উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে। এতে বিভিন্ন পণ্যের দাম বাড়বে।

নতুন ভ্যাট আইন আধুনিক ও যুগোপযোগী জানিয়ে সিপিডি আরো জানায়, এ আইনের বিপক্ষে নয় সিপিডি। তবে এটি বাস্তবায়নে এনবিআরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা নেই। তাই আইনটি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে বলে মনে করছে সিপিডি। এছাড়াও ভ্যাট আইন সম্পর্কিত ব্যবসায়ীদের যে ৭টি আপত্তি রয়েছে সেসব বিষয়ে সুরাহা করা প্রয়োজন বলে মনে করছে সিপিডি।

সংবাদ সম্মেলনে এক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন তুলে ধরে সিপিডি জানায়, বিশ্বের ১৬১টি দেশের মধ্যে শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫তম। অন্যদিকে, স্বাস্থ্যখাতে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৯তম। স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দের দিক থেকে বাংলাদেশের নিচে রয়েছে কম্বোডিয়া। তাই আগামী বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ আরো বাড়ানো প্রয়োজন। শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে কর্মমুখী শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষাখাতে গবেষণার বরাদ্দ আরো বাড়ানো প্রয়োজন। সেই সঙ্গে পরিবেশ রক্ষায় প্রয়োজন পর্যাপ্ত বরাদ্দ।

সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির সম্মানিত ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কর্মসংস্থান কমছে, বিনিয়োগ কমছে এবং উৎপাদন ক্ষমতা কমছে। এটা বাংলাদেশের অর্থনীতির বড় দ্বন্দ্ব। তাই প্রবৃদ্ধির গুণগতমানের প্রতি নজর দেয়া প্রয়োজন।

তিনি বলেন, দেশের আর্থিক খাতের স্বাস্থ্য ভালো না। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় যোগ্য নেতৃত্বের অভাব। ব্যবস্থাপকদের সুনির্দিষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। তাই এ খাতকে টিকিয়ে রাখতে সুশাসনের প্রয়োজন। এজন্য ব্যাংক ও আর্থিক খাতে কমিশন গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন এই অর্থনীতিবিদ।

তিনি জানান, খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। এদিকে বাজেট বাস্তবায়নেও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হচ্ছে না। এর দুর্বল দিক হলো- এডিপি বাস্তবায়ন কম ও উন্নয়ন খাতে সরকারি ব্যয় কম হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে মূল পর্যালোচনাটি তুলে ধরেন সিপিডির গবেষণা ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। দেশের আইন-শৃঙ্খলার সঙ্গে বিনিয়োগের সম্পর্ক তুলে ধরে তিনি বলেন, আমাদের দেশের আইন-শৃঙ্খলা ভারত এবং শ্রীলংকার মতো হলে দেশের বিনিয়োগ ভালো হতো।

সামাজিক খাতগুলোতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, সামাজিক খাতগুলোতে বরাদ্দ কমে যাচ্ছে। এখানে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এছাড়া প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে জোর দিতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন, নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান।

দৈনিক ইত্তেফাক
Date:26-05-2016 Page: 18, Col 6-8 Size: 18 Col*Inc

নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়নে পণ্যমূল্য বাড়বে : সিপিডি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সব খাতে ১৫ শতাংশ ভ্যাট রেখে নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন হলে পণ্য ও সেবার মূল্য বাড়বে বলে মনে করছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সিপিডি মনে করছে, বিশেষত ২০ ধরনের পণ্যের মূল্য ব্যাপক হারে বাড়বে। গতকাল বুধবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে অর্থনৈতিক পর্যালোচনা প্রতিবেদনে সিপিডি এ অভিমত তুলে ধরে আইনটি বাস্তবায়নে দুই কিংবা তিন বছরের পরিকল্পনা করার পরামর্শ দিয়েছে।

ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যবৃদ্ধির উদাহরণ দিয়ে সিপিডি'র পক্ষ থেকে বলা হয়, নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন হলে বিদ্যুৎ বিলের ওপর ভোক্তাদের ৫ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ ভ্যাট দিতে হবে। আবার লোহা বা রডের ওপর মূসক বাড়লে তা অবকাঠামো তৈরির প্রকল্পে খরচ বাড়াবে।

দুই তিন বছরের পরিকল্পনা নিয়ে আইনটি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে

সিপিডি'র সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আধুনিক পদ্ধতি হিসেবে সিপিডি নতুন ভ্যাট আইনের পক্ষে। তবে সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের যে ঐকমত্য হচ্ছে না, প্রকাশ্যে বিরোধিতা হচ্ছে, সেটা সমাধান না হলে এ আইন বাস্তবায়ন কঠিন হবে। তিনি মনে করেন, এ আইনটি সফলভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

সিপিডি'র প্রতিবেদনে বলা হয়, কোন সংশোধন ছাড়াই নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন হলে কেবল বিদ্যুৎ বিলের ক্ষেত্রে ভোক্তাকে বাড়তি সাড়ে ৯ শতাংশ অর্থ গুণতে হবে। নতুন আইনে অনলাইনে ভ্যাট নিবন্ধন, রিটার্ন দাখিল, অর্থ পরিশোধ ও রিফান্ড নেয়ার ব্যবস্থা চালু হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতিমূলক কাজ দেখা যাচ্ছে না।

আগামী জুলাই থেকে সরকার নতুন ভ্যাট আইন কার্যকর করতে যাচ্ছে। নতুন আইনে সব ধরনের ব্যবসা ও সেবার ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ ভ্যাট হার থাকছে। বর্তমানে ব্যবসায়ীরা প্যাকেজ পদ্ধতিতে ভ্যাট দিয়ে আসলেও নতুন আইনে কোন ধরনের প্যাকেজ পদ্ধতি থাকছে না। অন্যদিকে থাকছে না সঙ্কুচিত ভিত্তিমূল্য। আইনটি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবসায়ীরা বিরোধিতা করে আসছেন। আইনটি বাস্তবায়নের প্রাক্কালে বর্তমানে ব্যবসায়ী ও সরকার বিপরীতমুখী অবস্থানে রয়েছে। আইনটি পর্যালোচনার লক্ষ্যে সরকার ও ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে যৌথ কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি ১৫ শতাংশের পরিবর্তে হ্রাসকৃত হার রাখাসহ ৭ দফা সুপারিশ করে। ব্যবসায়ীরা ওই সাত দফা বাস্তবায়নসহ প্যাকেজ পদ্ধতির ভ্যাট ব্যবস্থা বহাল রাখার দাবিতে অনড়। আগামী ৩০ এপ্রিল দেশব্যাপী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করতে যাচ্ছে তারা।

সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, দেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের ব্যবসায়ীদের ভ্যাটের হ্রাসকৃত হার বিবেচনা করতে পারে। আগামী দুই থেকে তিন বছরে ক্রমান্বয়ে ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা যাতে উপকরণ রেয়াত নিতে পারেন, তা নিশ্চিত করা দরকার। তা না হলে পণ্যের ওপর তা বিক্রয় কর (সেলস ট্যাক্স) হয়ে যাবে।

যায়যায়দিন
Date:26-05-2016 Page 03, Col 6-8 Size: 24 col*inc

বুধবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে চলতি অর্থবছরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণপত্র উপস্থাপনা উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান -ফোকাস বাংলা

নতুন মূসক আইন বাস্তবায়নে পরিকল্পনার সুপারিশ সিপিডির

যাযাদি রিপোর্ট

নতুন মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আইন বাস্তবসম্মতভাবে বাস্তবায়নের জন্য দুই থেকে তিন বছরের পরিকল্পনা করার সুপারিশ করেছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। তবে আইনটি বাস্তবায়নের পক্ষে সিপিডি। সিপিডি মনে করে, এ আইনটি আধুনিক।

বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে এ কথা বলা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণপত্র উপস্থাপনা উপলক্ষে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনটি হয়।

সিপিডি বলছে, নতুন মূসক আইন বাস্তবায়ন কীভাবে হবে, তা সরকারের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করা উচিত। ভোক্তা পর্যায়ে মূল্য বৃদ্ধির উদাহরণ দিয়ে সিপিডি বলছে, নতুন মূসক আইন বাস্তবায়ন হলে বিদ্যুৎ বিলের ওপর ভোক্তাদের ৫ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ মূসক দিতে হবে। আবার লোহা বা রডের ওপর মূসক বাড়লে তা অবকাঠামো তৈরির প্রকল্পে খরচ বাড়াবে।

সিপিডি আরো বলছে, নতুন মূসক আইনে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল, অর্থ পরিশোধ, নিবন্ধন নেয়া যাবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে না।

সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা এই নীতি (মূসক) প্রচলনের পক্ষে। তবে সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের যে ঐকমত্য হচ্ছে না; প্রকাশ্যে বিরোধিতা হচ্ছে, সেটা সমাধান না হলে এ আইন বাস্তবায়ন কঠিন হবে।' তিনি মনে করেন, এ আইনটি সফলভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আগামী দুই থেকে তিন বছরে ক্রমান্বয়ে মূসক আইন বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা যাতে উপকরণ রেয়াত নিতে পারেন, তা নিশ্চিত করা দরকার। তা না হলে পণ্যের ওপর তা বিক্রয় কর (সেলস ট্যাক্স) হয়ে যাবে।

সিপিডির অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থানের হিসাবের গড়মিলের বিষয়টি ওঠে এসেছে। সিপিডি মনে করে, বেসরকারি বিনিয়োগ মোট দেশজ উৎপাদনের অনুপাতে বাড়ছে না।

সংবাদ সম্মেলনে বিশ্লেষণ প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষক তৌফিকুল ইসলাম খান।

দৈনিক জনকণ্ঠ
Date:26-05-2016 Page:18 Col: 1-5 Size30 Col*Inc

প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কর্মসংস্থান বাড়ছে না

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ নানা প্রতিবন্ধকতার পরও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটা স্থিতিশীল বলে মনে করে বেসরকারী গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি, আমদানি-রফতানি ভারসাম্য, মুদ্রার স্বাভাবিক বিনিময় হার, বিদেশী বিনিয়োগ, জ্বালানিসহ পণ্যমূল্যের স্থিতিশীলতাকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছে গবেষণা সংস্থাটি। এজন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন অব্যাহত রেখে আসছে বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে সংস্থাটি। সিপিডির পর্যালোচনা বলছে- রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা বড় হলেও, নীতিমালায় নেই বড় ধরনের সংস্কার। একই অবস্থা এডিপিতেও। এছাড়া কালো টাকা সাদা করার তদ্বির, সরকারের অন্যান্য নীতিকেও অবিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে। তাই তাদের পরামর্শ আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিতের।

নতুন ভ্যাট আইনের পক্ষে মত দিলেও সংস্থাটি বলছে, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যেন কোন মতানৈক্য তৈরি না হয়।

বুধবার রাজধানীর সিরডাপ অডিটরিয়ামে সিপিডি আয়োজিত 'বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে এসব বিষয়ে কথা বলেন সংস্থাটির সম্মানিত ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনটি হয়। সিপিডির প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- বিশ্বের ১৬১টি দেশের মধ্যে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫তম। অন্যদিকে স্বাস্থ্য খাতে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৯তম। স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দের দিক থেকে বাংলাদেশের নিচে রয়েছে কম্বোডিয়া। এ অবস্থান থেকে উত্তরণের জন্য আসছে বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা খাতেও ব্যয় বাড়াতে হবে। এছাড়া বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট চায় সংস্থাটি। তাদের মতে, প্রতিবছরই বাজেটের আয় ও ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ১৭ থেকে ১৮ শতাংশ ঘাটতি থাকে। জ্বালানি তেলের আয় থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হয়।

সিপিডি বলছে, নতুন মূসক আইন বাস্তবায়ন কিভাবে হবে, তা সরকারের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করা উচিত। ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যবৃদ্ধির উদাহরণ দিয়ে সিপিডি বলছে, নতুন মূসক আইন বাস্তবায়ন হলে বিদ্যুত বিলের ওপর ভোক্তাদের ৫ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ মূসক দিতে হবে। আবার লোহা বা রডের ওপর মূসক বাড়লে তা অবকাঠামো তৈরির প্রকল্পে খরচ বাড়াবে। সিপিডি আরও বলছে, নতুন মূসক আইনে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল, অর্থ পরিশোধ, নিবন্ধন নেয়া যাবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে সংস্থাটির সম্মানিত ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ব্যয় বাড়াতে হবে। এছাড়া কৃষিতে বড় ধরনের বিনিয়োগের আহ্বান জানান তিনি। তিনি দেশের আর্থিক খাত প্রসঙ্গে বলেন, দেশের আর্থিক খাতের স্বাস্থ্য ভাল না। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় যোগ্য নেতৃত্বের অভাব। ব্যবস্থাপকদের সুনির্দিষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। তাই এ খাতকে টিকিয়ে রাখতে সুশাসনের প্রয়োজন। এজন্য ব্যাংক ও আর্থিক খাতে কমিশন গঠনের পরামর্শ দিয়ে এই অর্থনীতিবিদ জানান, খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। এদিকে বাজেট বাস্তবায়নেও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হচ্ছে না। এর দুর্বল দিক হলো- এডিবি বাস্তবায়ন কম ও উন্নয়ন খাতে সরকারী ব্যয় কম হচ্ছে। সিপিডির অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থানের হিসাবের গরমিলের বিষয়টি ওঠে এসেছে।

সিপিডির অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা

সিপিডি মনে করে, বেসরকারী বিনিয়োগ মোট দেশজ উৎপাদনের অনুপাতে বাড়ছে না। সংস্থাটির ফেলো ড. দেবপ্রিয়ের মতে, যে প্রবৃদ্ধ কর্মসংস্থান দেয় না সে প্রবৃদ্ধি দেশের কোন কাজে লাগবে না। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, শুধু উচ্চহার নয় প্রবৃদ্ধির গুণগতমানও ভাল হতে হবে। প্রবৃদ্ধি বেড়েছে কিন্তু ৪-৫টি সমস্যা রয়েছে। উচ্চ প্রবৃদ্ধির বছরে দেশে কর আহরণ, কর্মসংস্থান, ব্যক্তিগত ও শিল্প খাতে বিনিয়োগ এবং সম্পদ আহরণ কমেছে। সেই সঙ্গে কমেছে উৎপাদনশীলতা। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাংলাদেশে বাজেট নিয়ে যত আলোচনা হয়- সারা বছর নীতি নিয়ে কোন আলোচনা-সমালোচনা করতে দেখা যায় না। কৃষিতে প্রণোদনা নেই। পোশাক শিল্পে প্রণোদনা বাড়াতে হবে।

তিনি বলেন, উন্নয়ন ও প্রশাসনে, ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে সংস্কার দরকার। সুদের হার কমে যাওয়ায় ছোট সঞ্চয়কারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, নতুন কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগে উৎসাহ দেয়ার দিকে লক্ষ্য রেখেই আগামী বাজেট তৈরি করতে হবে। কৃষিতে বিনিয়োগ কমেছে। এখন ভর্তুকি তুলে নিলে আরও বড় ধরনের সমস্যা হবে। কৃষিতে বড় ধরনের বিনিয়োগ দরকার। তিনি আরও বলেন, জ্বালানি তেলের দাম কমিয়েছে সরকার। কিন্তু এর সুফল কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী পাচ্ছে না। তাই কেরোসিন ও ডিজেলের দাম আরও কমানোর আহ্বান জানাচ্ছি। তিনি বলেন, বিনিয়োগ হচ্ছে না, অথচ দেশ থেকে টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। এটা এখন প্রকাশ্য। প্রচুর মানুষের দেশে-বিদেশে বেনামী সম্পদ রয়েছে। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কালো টাকার তদ্বির করা শুভলক্ষণ নয়।

আগামী জুলাইয়ে চালু হতে যাওয়া নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন হলে বিদ্যুতের দাম বাড়বে বলে জানিয়েছে সিপিডি। সংস্থাটি বলছে, এখন বিদ্যুতের ওপর ৫ শতাংশ ভ্যাট দিতে হয়। ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন হলে ১৫ শতাংশ ভ্যাট দিতে হবে। নতুন আইনে বিদ্যুতের আরও ১০ শতাংশ বেশি ভ্যাট যুক্ত হবে। এতে বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাবে। আবার লোহা বা রডের ওপর মূসক বাড়লে তা অবকাঠামো তৈরির প্রকল্পে খরচ বাড়াবে। ফলে শিল্প-কারখানায় উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে। এতে বিভিন্ন পণ্যের দাম বাড়বে।

সিপিডি আরও বলছে, নতুন মূসক আইনে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল, অর্থ পরিশোধ, নিবন্ধন নেয়া যাবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে না। সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আমরা এই নীতি (মূসক) প্রচলনের পক্ষে। তবে সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের যে ঐকমত্য হচ্ছে না; প্রকাশ্যে বিরোধিতা হচ্ছে, সেটা সমাধান না হলে এ আইন বাস্তবায়ন কঠিন হবে। তিনি মনে করেন, এ আইনটি সফলভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। এছাড়াও ভ্যাট আইন সম্পর্কিত ব্যবসায়ীদের যে ৭টি আপত্তি রয়েছে সেসব বিষয়ে সুরাহা করা প্রয়োজন বলে মনে করছে সিপিডি।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনার সমন্বয়কারী তৌফিকুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন- সিপিডির নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান, দ্য ওয়ার্ড ব্যাংক গ্রুপের কনসালটেন্ট ফাইয়াজ তালুকদার প্রমুখ। সমষ্টিক অর্থনীতির খাতওয়ারি বিশ্লেষণ, কৃষিপণ্যের দামের গতি-প্রকৃতি, প্রবৃদ্ধি অনুযায়ী দেশে কতটা কর্মসংস্থান হয়েছে ও টাকার মানসহ সার্বিক অর্থনীতির বিভিন্ন দিকের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে লিখিত পর্যালোচনা প্রতিবেদনে তৌফিকুল ইসলাম বলেন, দেশে ধান চাষের জমির পরিমাণ কমেছে। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, আগামী দুই থেকে তিন বছরে ক্রমান্বয়ে মূসক আইন বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা যাতে উপকরণ রেয়াত নিতে পারেন, তা নিশ্চিত করা দরকার। তা না হলে পণ্যের ওপর তা বিক্রয় কর (সেলস ট্যাক্স) হয়ে যাবে।

দৈনিক জনতা
Date:26-05-2016 Page 08, Col 5-6 Size: 19.5 * Inc

গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সিপিডি আয়োজিত "বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা" শীর্ষক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ -জনতা

প্রবৃদ্ধি বাড়লেঁও বাড়েনি কর্মসংস্থান

বাংলাদেশ অর্থনীতি পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

দেশে প্রবৃদ্ধি বাড়লেও সেই অনুপাতে কর্মসংস্থান বাড়েনি বলে জানিয়েছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সংস্থাটির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ২০১৫ সালে ৭ দশমিক শূন্য দুই শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও অন্যান্য অর্থনীতির সূচকে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি। শুধু উচ্চ হার নয় প্রবৃদ্ধির গুণগত মানও ভালো হতে হবে। প্রবৃদ্ধি বেড়েছে কিন্তু ৪/৫টি সমস্যা রয়েছে। উচ্চ প্রবৃদ্ধির বছরে দেশে কর আহরণ, কর্মসংস্থান, ব্যক্তিগত ও শিল্প খাতে বিনিয়োগ এবং সম্পদ আহরণ কমেছে। সেই সাথে কমেছে উৎপাদনশীলতা। যে প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থান দেয় না সে প্রবৃদ্ধি দেশের কোনো কাজে লাগবে না। আর তাই কর্মসংস্থান না বাড়ানো হলে প্রবৃদ্ধির উন্নয়নের সুফল আসবে না। গতকাল বুধবার সকালে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সংস্থাটির উদ্যোগে আয়োজিত ◀◀ ৭ পৃষ্ঠা ২য় কলাম দেখুন

প্রবৃদ্ধি বাড়লেও

'বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা' শীর্ষক সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিডি'র পক্ষে এসব কথা বলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

তিনি বলেন, নতুন কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগে উৎসাহ দেয়ার দিকে লক্ষ্য রেখেই আগামী বাজেট তৈরি করতে হবে। কৃষিতে বিনিয়োগ কমেছে। এখন ভর্তুকি তুলে নিলে আরও বড় ধরনের সমস্যা হবে। কৃষিতে বড় ধরনের বিনিয়োগ দরকার। সেই সঙ্গে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, বিনিয়োগ হচ্ছে না, অথচ দেশ থেকে টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। এটা এখন প্রকাশ্য। প্রচুর মানুষের দেশে-বিদেশে বেনামী সম্পদ রয়েছে। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কালো টাকার তদবির করা শুভ লক্ষণ নয়। ড. দেবপ্রিয় বলেন, দেশের আর্থিক খাতের স্বাস্থ্য ভালো না। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় যোগ্য নেতৃত্বের অভাব রয়েছে। ব্যবস্থাপকদের সুনির্দিষ্ট ধারণারও অভাব রয়েছে। তাই এই খাতকে টিকিয়ে রাখতে সুশাসনের প্রয়োজন। এজন্য ব্যাংক ও আর্থিক খাতে কমিশন গঠনের পরামর্শ দিয়ে তিনি জানান, খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। এদিকে বাজেট বাস্তবায়নেও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হচ্ছে না। এর দুর্বল দিক হলো- এডিবি বাস্তবায়ন কম ও উন্নয়ন খাতে সরকারি ব্যয় কম হচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট সম্পর্কে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আগামী বাজেট যেন মূসক (ভ্যাট) নির্ভর না হয়। আমাদের আয়করের ওপর জোর দিতে হবে। কেননা আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর। যারা সামর্থ্যবান তারাই শুধু আয়কর দেন। ভ্যাট হচ্ছে পরোক্ষ কর যা জনসাধারণ দেয়। সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিডির প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, বিশ্বের ১৬১টি দেশের মধ্যে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫তম। অন্যদিকে, স্বাস্থ্য খাতে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৯তম। স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দের দিক থেকে বাংলাদেশের নিচে রয়েছে কম্বোডিয়া। এই অবস্থান থেকে উত্তরণের জন্য আসছে বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা খাতেও ব্যয় বাড়াতে হবে। এছাড়াও প্রয়োজন বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট। প্রতি বছরই বাজেটের আয় ও ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ১৭ থেকে ১৮ শতাংশ ঘাটতি থাকে। এসময় জ্বালানি তেলের আয় থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হয়।

যুগান্তর
Date:26-05-2016 Page 20, Col 1-3 Size: 33.5 Col*Inc

সিপিডির মূল্যায়ন

বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ানো অর্থনীতির বড় চ্যালেঞ্জ

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি বাড়লেও শিল্প খাতে কর্মসংস্থান বাড়েনি। কমেছে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি। শ্রম ও পুঁজির উৎপাদনশীলতাও কম।

জিডিপি প্রবৃদ্ধির হিসাব সাংঘর্ষিক

ফলে জিডিপির প্রবৃদ্ধির এ হিসাব অর্থনীতির অন্যান্য সূচকের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বুধবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রতিষ্ঠানটির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং রিসার্স ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। এ সময় বক্তারা বলেন, দেশের আর্থিক খাত বিনিয়োগের অনুকূলে নয়। এ খাতের সংস্কারে একটি কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া বিনিয়োগ বাড়ানো, কালো টাকা ও বেনামি সম্পদকে আইনি কাঠামোর মধ্যে আনাসহ বেশ কিছু সুপারিশ করেন বক্তারা।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, দেশের আর্থিক বিবেচনায় কয়েকটি বিষয়ের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ সালকে মনে রাখা যায়। এর মধ্যে অন্যতম হল এ বছরই প্রথম জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছে সরকার। এ ক্ষেত্রে অর্থনীতির স্বাভাবিক গতির সঙ্গে সরকারের এ হিসাব নিয়ে কিছুটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। যা হল সর্বোচ্চ অর্জনের বছরে রাজস্ব আদায় কম হওয়া।

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

সিরডাপ মিলনায়তনে সিপিডির সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য যুগান্তর

বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ানো অর্থনীতির বড় চ্যালেঞ্জ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এ ছাড়া বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানও কমেছে। পুঁজি ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা প্রত্যাশার চেয়ে কম। এর মানে হল— প্রবৃদ্ধির হিসাবে সংশয় রয়েছে। পাশাপাশি প্রবৃদ্ধিতে মানুষের অংশগ্রহণ না থাকায় এর গুণগতমান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাজেট হল দেশের সম্পদের পুনঃবণ্টন। কিন্তু বাজেটে সরকারের আয় ও ব্যয়ের কোনোটাই বাস্তবায়ন হয়নি। এ কারণে আগামী বাজেট বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, আগামী বাজেটে আমাদের তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রথমত, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়াতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে; দ্বিতীয়ত, জ্বালানি খাতে ভর্তুকি কমে আসায় আর্থিক খাত সরকারকে স্বস্তি দিয়েছে। এই বাড়তি প্রাপ্তি দেশের কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ করা উচিত এবং তৃতীয়ত, সামাজিক নিরাপত্তায় আরও বরাদ্দ দিতে হবে।

দেবপ্রিয় বলেন, অর্থনীতিতে তিনটি দুর্বল দিক রয়েছে। এর মধ্যে দেশের উন্নয়ন প্রশাসনে সংস্কার হচ্ছে না। ফলে উন্নয়ন ব্যয় বাড়ছে। এ ছাড়া উন্নয়ন সমর্থনকারী সরকারি কর্পোরেশনগুলোর সংস্কার নেই। যেমন— বিনিয়োগের পুঁজির জোগানে ব্যাংক ও পুঁজিবাজারে বিকল্প নেই। কিন্তু এ দুটি খাতেই বিনিয়োগের পরিবেশ নেই। বিভিন্ন কেলেংকারিতে ব্যাংকের অবস্থা বিপর্যস্ত। ২০১৬ সাল অন্যতম আরেক নিদর্শক হল, এ বছর রিজার্ভ থেকে টাকা চুরি হয়েছে। এটি হল ব্যাংকের অবস্থা। এ ছাড়া পুঁজিবাজারে কোনো আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। ফলে এ খাতের সংস্কারে অস্থায়ীভাবে হলেও একটি কমিশন গঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তৃতীয়ত, বাজেটে অনেক প্রণোদনা দেয়া হলেও বাজেটের পর এসব নীতিকাঠামো নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না। ফলে এসব প্রণোদনার সুফল পাওয়া যায় না।

তিনি আরও বলেন, কালো টাকা নিয়ে অনেক সমালোচনা রয়েছে। প্রতিবছর কালো টাকার মালিকরা সাদা করার জন্য তদ্বির করেন। এতে নীতির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্ন তৈরি হয়। অন্যদিকে দেশ থেকে টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি পানামা পেপার্সে এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসবের একটি স্থায়ী সমাধান দরকার। তিনি বলেন, কালো টাকাসহ দেশে এবং বিদেশে যাদের বেনামি সম্পদ রয়েছে, এই সম্পদকে আইনি কাঠামোর মধ্যে এনে, অর্থনীতির মূল ধারায় নিয়ে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে যারা বেনামি সম্পদ ঘোষণা দেবেন, তাদের কর এবং দণ্ড অবশ্যই থাকতে হবে। না হলে সৎ করদাতারা নিরুৎসাহিত হবেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের মতে, দেশের অর্থনীতিতে ৬টি ইতিবাচক দিক রয়েছে। এর মধ্যে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে, সুদের হার নিম্নমুখী, বৈদেশিক লেনদেন ও চলতি হিসাবের ভারসাম্য ইতিবাচক, মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে।

দেবপ্রিয় আরও বলেন, ভ্যাট আইন নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক সংশয় তৈরি হয়েছে। আগামী অর্থবছর থেকে আইনটি বাস্তবায়ন হবে কি-না তা পরিষ্কার করতে হবে। তার মতে, এ আইনটি আধুনিক। একসময় এটি বাস্তবায়ন করতেই হবে। তবে আইনটি বাস্তবায়নের জন্য আরও আলোচনা করা দরকার। কারণ ব্যবসায়ীরা আইনটির ঘোরবিরোধী। এ ছাড়া আইনটি বাস্তবায়ন হলে বিদ্যুৎ, রডসহ আরও কিছু পণ্যের দাম বেড়ে যাবে। ফলে এখনই আমাদের ভ্যাট আইন বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নেই। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সরকারকে সামনে এগোতে হবে।

তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, দেশে গড়ে প্রতিবছর ১৪ লাখ কর্মসংস্থান বাড়ে। কিন্তু গত দু'বছরে সার্বিকভাবে দেশে কর্মসংস্থান বেড়েছে মাত্র ৬ লাখ। এ হিসাবে প্রতিবছর বেড়েছে ৩ লাখ। অন্যদিকে শিল্প খাতে ১২ লাখ কর্মসংস্থান কমেছে। এটি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। তিনি বলেন, দ্বিতীয় উদ্বেগের বিষয় হল দেশে বিনিয়োগ বাড়েনি। এ ক্ষেত্রে দেশের আইনশৃংখলা পরিস্থিতি অন্যতম সমস্যা। তিনি বলেন, আইনশৃংখলা পরিস্থিতি ভারতের মতো থাকলেও আমাদের বিনিয়োগ দ্বিগুণ বাড়ানো যেত। তিনি আরও বলেন, বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হচ্ছে না। ফলে সংশোধিত বাজেটের সঙ্গে মিলিয়ে পরবর্তী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা উচিত।

তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, বছর শেষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের হিড়িক পড়ে যায়। এ প্রবণতা থেকে আমাদের সরে আসতে হবে। এ ছাড়া অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের গতি ভালো নয়। ফলে এসব প্রকল্পে আরও নজর দেয়ার পরামর্শ দেন তিনি। অন্যদিকে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের আয়ের তথ্য সংসদে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপনের সুপারিশ করেন তিনি।

কালের কণ্ঠ
Date: 26-05-2016 Page: 04, Col: 1-4 Size: 40 Col*Inc

সিপিডির অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

প্রবৃদ্ধি হলেও উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান বাড়ছে না

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ব্যবসায়ী সমাজের মতামত উপেক্ষা করে নতুন মূল্য সংযোজন কর বা মূসক (ভ্যাট) আইন বাস্তবায়ন করতে গেলে সরকারকে সমস্যায় পড়তে হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। তা ছাড়া আসন্ন ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) উচ্চ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণের পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর ওপরও জোর দিতে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি।

গতকাল বুধবার রাজধানীর সেন্টার অব ইন্টিগ্রেটেড রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট ফর এশিয়া প্যাসিফিক (সিরডাপ) মিলনায়তনে চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে এ পরামর্শ দিয়েছে সিপিডি। এর আগে গত জানুয়ারিতে প্রথম ও এপ্রিলে দ্বিতীয় পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করে সংস্থাটি।

অনুষ্ঠানে সিপিডির সম্মানীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা সর্বান্তকরণে এই নীতি (নতুন ভ্যাট আইন) প্রচলনের পক্ষে। কিন্তু এই নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী সমাজের সঙ্গে সরকারের ঐকমত্য হচ্ছে না। একেবারে প্রকাশ্য বিরোধিতা হচ্ছে। এটা নিরসন না করে ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করতে গেলে প্রশাসন অবশ্যই সমস্যার মুখোমুখি হবে।'

এ বিষয়ে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'আগামী দুই থেকে তিন বছরে ক্রমান্বয়ে ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা যাতে উপকরণ রেয়াত নিতে পারেন, তা নিশ্চিত করা দরকার। তা না হলে পণ্যের ওপর তা বিক্রয় কর (সেলস ট্যাক্স) হয়ে যাবে।'

অর্থবছরের তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে সিপিডির গবেষণা ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, 'নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন কিভাবে হবে, তা সরকারের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করা উচিত। নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন হলে বিদ্যুৎ বিলের ওপর ভোক্তাদের ৫ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ ভ্যাট দিতে হবে। আবার লোহা বা রডের ওপর ভ্যাট বাড়লে তা অবকাঠামো তৈরির প্রকল্পে খরচ বাড়াবে। নতুন মূসক আইনে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল, অর্থ পরিশোধ, নিবন্ধন নেওয়া যাবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে না।'

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বর্তমানে বেশ কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে বলে মনে করছেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'বর্তমানে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। সুদের হারও কম। বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্যেও আমরা ভালো অবস্থানে রয়েছি। চলতি আয়েও ভালো অবস্থা। টাকার বিনিময় হারও স্থিতিশীল রয়েছে। এসব সূচকের ভিত্তিতে একটি দেশের পক্ষে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যায় বলে আমরা মনে করি।'

প্রসঙ্গত, চলতি অর্থবছরে সরকার জিডিপির ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে প্রতি অর্থবছরে গড়ে ৬.৩ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। তবে গত অর্থবছরে ৬.৫৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও রাজস্ব আহরণ ও কর্মসংস্থান সেই তুলনায় বাড়েনি বলে জানান দেবপ্রিয়।

দেবপ্রিয় আরো বলেন, 'গত অর্থবছরে আমরা উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। কিন্তু ওই অর্থবছরে কর আহরণ অনেক কম ছিল। কর্মসংস্থানও কম হয়েছে। ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ কম হয়েছে। পুঁজি এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতাও কমে গেছে। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় দ্বান্দ্বিক চিত্র।'

এ সময় তিনি বলেন, উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃদ্ধির গুণগত মান বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি।

দেবপ্রিয় বলেন, 'আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমে যাওয়ায় সরকারের ভর্তুকি বাবদ ব্যয় কমে গেছে। এ কারণে সরকার আর্থিকভাবে কিছুটা সাচ্ছন্দ্যে বা আয়েশে আছে। এই বাড়তি আয়েশ সরকার কয়েকটি জায়গায় ব্যবহার করতে পারে। এর মধ্যে কৃষি খাতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার ও সম্প্রসারণের জন্য সরকার উদ্যোগ নিতে পারে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বাড়ানোর জন্য আমরা গুরুত্বের সঙ্গে বলছি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে অবকাঠামো খাতে ব্যয় কমাতে হবে। কেননা অবকাঠামো খাতে ব্যয় ঠিক রেখেও শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বাড়ানো সম্ভব।'

> গত অর্থবছরে আমরা উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। কিন্তু ওই অর্থবছরে কর আহরণ অনেক কম ছিল। কর্মসংস্থানও কম হয়েছে। ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ কম হয়েছে। পুঁজি এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতাও কমে গেছে। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় দ্বান্দ্বিক চিত্র।
>
> দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সিপিডির সম্মানীয় ফেলো

- ব্যবসায়ীদের মত উপেক্ষা করে ভ্যাট আইন বাস্তবায়নে ঝুঁকি আছে
- ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন হলে বিদ্যুৎ বিলের ওপর ভোক্তাদের ৫ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ ভ্যাট দিতে হবে।
- লোহা বা রডের ওপর ভ্যাট বাড়লে তা অবকাঠামো তৈরির প্রকল্পে খরচ বাড়াবে।
- বর্তমানে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে, সুদের হারও কম।

অনুষ্ঠানে অর্থবছরের তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষণা ফেলো ও অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকল্পের সমন্বয়ক তৌফিকুল ইসলাম খান। এ সময় তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় ইতিবাচক দিক হলো, বর্তমানে বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) বাড়ছে। তবে যারা আগে থেকে বিনিয়োগ করে আসছেন তাঁরাই বিনিয়োগটা করছেন। নতুন বিনিয়োগকারী আসছেন না।'

আর অর্থনীতির নেতিবাচক দিক হিসেবে তৌফিকুল ইসলাম খান উল্লেখ করেন, দেশে আবাদি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তার মধ্যেও বোরো ফলন ভালো হচ্ছে। কিন্তু কৃষক ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। তা ছাড়া আউশ ও আমনের চাষের ওপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হচ্ছে না। বাংলাদেশের ব্যাংক খাত তথা আর্থিক খাতে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। বর্তমানে বড় সংকট তৈরি করেছে সাইবার নিরাপত্তাহীনতা। এসব বিশৃঙ্খলা নিরসনের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠনের পরামর্শ দেন তিনি।

বর্তমানে টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রয়েছে। বিদেশি মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে ডলারের পাশাপাশি অন্যান্য মুদ্রাকেও অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেন তৌফিকুল ইসলাম খান। তিনি জানান, অর্থবছরের জুলাই থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে পাঁচ লাখ ৬০ হাজার জন লোক বিদেশে কাজের জন্য গেছে। যা এর আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫১.২ শতাংশ বেশি। কিন্তু সেই তুলনায় প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাড়ছে না বলেও জানান তিনি।

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) আওতায় ১৪৯টি কৃষি প্রকল্প ও ৫৬টি শস্য ও সেচ প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে সরকারকে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে বলেও মনে করছে সিপিডি। তা ছাড়া শিক্ষিত বেকার বাড়ছে, চাকরি প্রত্যাশী তরুণদের মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাস।

সিপিডি জানায়, সেবা খাতে ৮.৫ শতাংশ নতুন কর্মসংস্থানের ফলে কৃষি খাতে কর্মসংস্থান কমেছে ১.৫ শতাংশ এবং শিল্প খাতে কমেছে ৫ শতাংশ। তা ছাড়া প্রস্তুতকারক খাতে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান হচ্ছে না। এর মধ্যে চাকরিচ্যুতি ঘটেছে ১৩.৪ শতাংশ। গ্রামেও কর্মসংস্থানের অভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। মৌসুমগত কারণে কৃষি শ্রমিকরা বছরের অর্ধেক সময়ই বেকার থাকেন।

সিপিডি বলছে, যদি ভারতের মতো বাংলাদেশও তার প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারত তবে গত ২৫ বছরে দেশটির গড় প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ করে হতো। এই সময়ে বাংলাদেশে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৬০ হাজার ৭০০ কোটি ডলার।

অর্থনীতিকে কালো টাকার প্রভাব থেকে মুক্ত করতে ভারতের মতো বাংলাদেশেও বেনামি সম্পদ আইন পাসের উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে সিপিডি। ভারতে ১৯৮৮ সাল থেকে এই আইন কার্যকর হয়ে আসছে।

জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় করার ফল কৃষকরা পাননি বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। সংস্থাটির গবেষকরা বলছেন, জ্বালানি তেলের দাম যখন কমানো হয়েছে তখন বোরো মৌসুম প্রায় শেষ। কৃষকরা বেশি দামে জ্বালানি তেল কিনে সেচের কাজে ব্যবহার করেছেন। এডিপি ব্যয় বরাদ্দের তুলনায় অনেক কম। জুলাই থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে ৪৬.৫ শতাংশ ব্যয় হয়েছে। যা ২০০৯ সালের পর সর্বনিম্ন হার। তা ছাড়া সরকার যেসব প্রকল্পকে 'ফাস্ট ট্র্যাক' প্রকল্প হিসেবে ঘোষণা করেছে সেগুলোর বাস্তবায়নেও গতি নেই। জুলাই-মার্চ সময়ে পদ্মা সেতু প্রকল্পের মাত্র ৫ শতাংশ আর্থিক এবং ৭ শতাংশ ভৌত কাজ শেষ হয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সমন্বিত অগ্রগতির সঙ্গে মাত্র ০.১ শতাংশ যোগ হয়েছে চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে।

বহিঃখাতের বিষয়ে সিপিডি বলছে, তৈরি পোশাক খাত ভালো করছে। অপ্রচলিত বাজারে তৈরি পোশাকের ১২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু অপ্রচলিত বাজারে তৈরি পোশাক ছাড়া অন্যান্য পণ্যের বাজার ৮৪ শতাংশ। সুতরাং তৈরি পোশাকের পাশাপাশি অন্যান্য পণ্যও প্রচলিত ও অপ্রচলিত বাজারে রপ্তানির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

মানবকণ্ঠ
Date:26-05-2016 Page12, Col 2-5 Size: 25 Col*Inc

বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ানো অর্থনীতির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি বাড়লেও শিল্পখাতে তেমন কর্মসংস্থান বাড়েনি। কমেছে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধির। শ্রম ও পুঁজির উৎপাদনশীলতাও কম। ফলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি এই হিসাব অর্থনীতির অন্যান্য সূচকের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। গতকাল বুধবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানটির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। এ সময় বক্তারা বলেন, দেশের আর্থিক খাত বিনিয়োগের অনুকূল নয়। ফলে এ খাতের

সংস্কারে একটি কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়। এ সময় বিনিয়োগ বাড়ানো, কালো টাকা ও বেনামি সম্পদকে আইনি কাঠামোর মধ্যে আনাসহ বেশ সুপারিশ করেন বক্তারা।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, দেশের অর্থনৈতিক বিবেচনায় কয়েকটি বিষয়ের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ সালকে মনে রাখা যায়। এর মধ্যে অন্যতম হলো এ বছর প্রথম প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছে সরকার। এক্ষেত্রে সরকারের এই হিসাব অর্থনীতির স্বাভাবিক গতির সঙ্গে কিছুটা দ্বন্দ্ব রয়েছে, যা হলো সর্বোচ্চ অর্জনের বছরে রাজস্ব আদায় কম। বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান কমেছে এবং পুঁজি ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা কম। এর মানে হলো প্রবৃদ্ধির হিসাবে সংশয় রয়েছে। পাশাপাশি প্রবৃদ্ধিতে মানুষের অংশগ্রহণ না থাকায় এর গুণগতমান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

তিনি বলেন, বাজেট হলো দেশের সম্পদের পুনর্বণ্টন। কিন্তু বাজেটে সরকারের আয় ও ব্যয়ের কোনোটাই বাস্তবায়ন হয়নি। এ কারণে আগামী বাজেট বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরো বলেন, আগামী বাজেটে আমাদের তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রথমত, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ানো

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাড়াতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, জ্বালানি খাতে ভর্তুকি কমে আসায় আর্থিক খাতে সরকারকে স্বস্তি দিয়েছে। এই বাড়তি প্রাপ্তিকে দেশের কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ করা উচিত। তৃতীয়ত, সামাজিক নিরাপত্তায় আরো বরাদ্দ দিতে হবে।

দেবপ্রিয় বলেন, অর্থনীতিতে তিনটি দুর্বল দিক রয়েছে। এর মধ্যে দেশের উন্নয়ন প্রশাসনে সংস্কার হচ্ছে না। ফলে উন্নয়ন ব্যয় বাড়ছে। এ ছাড়া উন্নয়ন সমর্থনকারী সরকারি কর্পোরেশনগুলোর সংস্কার নেই। যেমন বিনিয়োগের পুঁজির জোগানে ব্যাংক ও পুঁজিবাজারে বিকল্প নেই। কিন্তু এই দুটি খাতেই বিনিয়োগের পরিবেশ নেই। বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে ব্যাংকের অবস্থা বিপর্যস্ত। ২০১৬ সালের অন্যতম আরেক নির্দেশক হলো, এই বছর রিজার্ভ থেকে টাকা চুরি হয়েছে। এটি হলো ব্যাংকের অবস্থা। এ ছাড়া পুঁজিবাজারে কোনো আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। ফলে এই এ খাতের সংস্কারে অস্থায়ীভাবে হলেও একটি কমিশন গঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, বাজেটে অনেক প্রণোদনা দেয়া হলেও বাজেটের পর এসব নীতি কাঠামো নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না। ফলে এসব প্রণোদনার সুফল পাওয়া যায় না।

তিনি আরো বলেন, কালো টাকা নিয়ে অনেকে সমালোচনায় রয়েছে। প্রতি বছর কালো টাকার মালিকরা সাদা করার জন্য তদবির করেন। এতে নীতির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্ন তৈরি হয়। অন্যদিকে দেশ থেকে টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি পানামা পেপার্সে এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসবের একটি স্থায়ী সমাধান দরকার। তিনি বলেন, কালো টাকাসহ দেশে এবং বিদেশে যাদের বেনামি সম্পদ রয়েছে, এই সম্পদকে আইনি কাঠামোর মধ্যে এনে, অর্থনীতির মূল ধারায় নিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে যারা বেনামি সম্পদ ঘোষণা দেবেন, তাদের কর এবং দণ্ড অব্যশই থাকতে হবে। না হলে সৎ করদাতারা নিরুৎসাহিত হবেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের মতে, দেশের অর্থনীতিতে ৬টি ইতিবাচক দিক রয়েছে। এর মধ্যে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে, সুদের হার নিম্নমুখী, বৈদেশিক লেনদেন ও চলতি হিসাবের ভারসাম্য ইতিবাচক, মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে।

দেবপ্রিয় আরো বলেন, ভ্যাট আইন নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক সংশয় তৈরি হয়েছে। আগামী অর্থবছর থেকে আইনটি বাস্তবায়ন হবে কিনা তা পরিষ্কার করতে হবে। তার মতে, এই আইনটি আধুনিক। এক সময়ে এটি বাস্তবায়ন করতেই হবে। তবে আইনটি বাস্তবায়নের জন্য আরো আলোচনা করা দরকার। কারণ ব্যবসায়ীরা আইনটির ঘোর বিরোধী। এ ছাড়া আইনটি বাস্তবায়ন হলে বিদ্যুৎ, রডসহ আরো কিছু পণ্যের দাম বেড়ে যাবে। ফলে এখনই আমাদের ভ্যাট আইন বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নেই। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সরকারকে সামনে আগাতে হবে।

তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, দেশে গড়ে প্রতি বছর ১৪ লাখ কর্মসংস্থান বাড়ে। কিন্তু গত দুই বছরে সার্বিকভাবে দেশে কর্মসংস্থান বেড়েছে মাত্র ৬ লাখ। এ হিসাবে প্রতি বছরে বেড়েছে ৩ লাখ। অন্যদিকে শিল্পখাতে ১২ লাখ কর্মসংস্থান কমেছে। এটি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। তিনি বলেন, দ্বিতীয় উদ্বেগের বিষয় হলো দেশে বিনিয়োগ বাড়েনি। এক্ষেত্রে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্যতম সমস্যা। তিনি বলেন, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভারতের মতো থাকলেও আমাদের বিনিয়োগ দ্বিগুণ বাড়ানো যেত।

তিনি আরো বলেন, বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হচ্ছে না। ফলে সংশোধিত বাজেটের সঙ্গে মিলিয়ে পরবর্তী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা উচিত। তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, বছর শেষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের হিড়িক পড়ে যায়। এই প্রবণতা থেকে আমাদের সরে আসতে হবে। এ ছাড়া অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের গতি ভালো নয়। ফলে এসব প্রকল্পে আরো নজর দেয়ার পরামর্শ দেন তিনি। অন্যদিকে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের আয়ের তথ্য সংসদে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপনের সুপারিশ করেন তিনি।

মানবজমিন
Date:26-05-2016 Page 12, Col 2-3 Size: 23 Col*Inc

প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কর্মসংস্থান বাড়েনি: সিপিডি

অর্থনৈতিক রিপোর্টার: বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কর্মসংস্থান বাড়েনি। এই ধারা আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতির ৬টি সূচক ইতিবাচক অবস্থায় রয়েছে। যে প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থান দেয় না, সেই প্রবৃদ্ধি দেশের কোনো কাজে লাগবে না। অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, দ্য ওয়ার্ড ব্যাংক গ্রুপের কনসালটেন্ট ফাইয়াজ তালুকদার প্রমুখ। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থান করেন সিপিডির রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। প্রবন্ধে বলা হয়, গত দুই বছরেই (২০১৩-২০১৫) শিল্প খাতে ১২ লাখ কর্মসংস্থান কমেছে, যা শিল্প খাতে মোট কর্মসংস্থানের ১৩.৪ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কর্মসংস্থান

শেষ পৃষ্ঠার পর শতাংশ। প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, মূল্যস্ফীতি কম, সুদের হার কম, ব্যালেন্স অব পেমেন্ট ইতিবাচক, টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল এবং চলতি আয় ইতিবাচক উল্লেখ করে দেবপ্রিয় বলেন, চলতি অর্থবছর মানুষের স্মরণ থাকবে শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধির জন্য। তবে উচ্চ প্রবৃদ্ধি হলেও এ বছর বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা কম। যা উচ্চ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সাধারণত উচ্চ প্রবৃদ্ধি হলে এ সূচকগুলোও ইতিবাচক থাকে।

দেবপ্রিয় বলেন, চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ হবে বলে আশা করছে সরকার। কিন্তু জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়লেও সেই হারে আমাদের বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান বাড়েনি। একই সঙ্গে অর্থনীতির উৎপাদন সক্ষমতা কমেছে। তাই প্রবৃদ্ধির সংখ্যা বিবেচনায় না নিয়ে এর সঙ্গে যুক্ত সূচকগুলোর গুণগত মান উন্নয়ন করা উচিত। দেবপ্রিয় বলেন, প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। কিন্তু ৪/৫টি সমস্যা রয়েছে। উচ্চ প্রবৃদ্ধির বছরে দেশে কর আহরণ, কর্মসংস্থান, ব্যক্তিগত ও শিল্পখাতে বিনিয়োগ এবং সম্পদ আহরণ কমেছে। সেই সঙ্গে কমেছে উৎপাদনশীলতা। তিনি বলেন, কৃষিতে বিনিয়োগ কমেছে। এখন ভর্তুকি তুলে নিলে আরও বড় ধরনের সমস্যা হবে। কৃষিতে বড় ধরনের বিনিয়োগ দরকার। সেইসঙ্গে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বাড়াতে হবে। বাজেটের বিষয়ে তিনি বলেন, কোনও অর্থবছরের বাজেটেই আয় ও ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় না। এর জন্য বাজেটের গুণগত মান বাড়াতে হবে। নতুন বাজেটে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের উদ্যোগ বাড়াতে হবে। সার্বিক আয় কোন খাতে ব্যয় হবে তা পরিষ্কার করতে হবে। কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে মাথাপিছু বরাদ্দ কমেছে, তা বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে বিদ্যমান বিভিন্ন নীতির সংস্কারের পরামর্শ দেন এ অর্থনীতিবিদ। কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রাখা যাবে না উল্লেখ করে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, দেশে বিদেশে যে বেনামি সম্পদ রয়েছে, তা আমাদের অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাজেটে কোনও বাড়তি সুবিধা না দিয়ে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। আর্থিক খাতে সুশাসনের জন্য ব্যাংক কমিশন গঠনের এখনই উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন তিনি। আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট সম্পর্কে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আগামী বাজেট যেনো মূসক (ভ্যাট) নির্ভর না হয়। আমাদের আয়করের ওপর জোর দিতে হবে। কেননা, আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর। যারা সামর্থ্যবান তারাই শুধু আয়কর দেয়। ভ্যাট হচ্ছে পরোক্ষ কর। এটা জনসাধারণ দেয়। তাই প্রত্যক্ষ করের ওপর চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি বলেন, আগামী দুই থেকে তিন বছরে ক্রমান্বয়ে মূসক আইন বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা যাতে উপকরণ রেয়াত নিতে পারেন, তা নিশ্চিত করা দরকার। তা না হলে পণ্যের ওপর তা বিক্রয় কর (সেলস ট্যাক্স) হয়ে যাবে।

দেশের আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে বিনিয়োগের সম্পর্ক তুলে ধরে তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, আমাদের দেশের আইনশৃঙ্খলা ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মতো হলে দেশের বিনিয়োগ ভালো হতো। সামাজিক খাতগুলোতে বরাদ্দ কমে যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখানে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এ ছাড়া বড় প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নেও জোর দিতে হবে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, নতুন মূসক আইন বাস্তবায়ন কীভাবে হবে, তা সরকারের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করা উচিত। ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যবৃদ্ধির উদাহরণ দিয়ে সিপিডি বলছে, নতুন মূসক আইন বাস্তবায়ন হলে বিদ্যুৎ বিলের ওপর ভোক্তাদের ৫ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ মূসক দিতে হবে। আবার লোহা বা রডের ওপর মূসক বাড়লে তা অবকাঠামো তৈরির প্রকল্পে খরচ বাড়াবে। সিপিডি মনে করে, নতুন মূসক আইনে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল, অর্থ পরিশোধ, নিবন্ধন নেয়া যাবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে না। দেবপ্রিয় বলেন, আমরা এই নীতি (মূসক) প্রচলনের পক্ষে। তবে সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের যে ঐকমত্য হচ্ছে না; প্রকাশ্যে বিরোধিতা হচ্ছে, সেটা সমাধান না হলে এ আইন বাস্তবায়ন কঠিন হবে। এ আইনটি সফলভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। সিপিডির অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থানের হিসাবের গরমিলের বিষয়টি উঠে এসেছে। সিপিডি মনে করে, বেসরকারি বিনিয়োগ মোট দেশজ উৎপাদনের অনুপাতে বাড়ছে না।

নয়া দিগন্ত
Date: 26-05-2016 Page 16 Col 2-4 Size: 24 Col*Inc

উচ্চ প্রবৃদ্ধি হলেও গুণগত মান নিয়ে সিপিডির প্রশ্ন

● অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

চলতি অর্থবছরে দেশে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তা গুণগত মানসম্পন্ন নয়। প্রবৃদ্ধি বেড়েছে, কিন্তু চার-পাঁচটি সমস্যা রয়েছে। উচ্চ প্রবৃদ্ধির বছরে দেশে কর আহরণ, কর্মসংস্থান, ব্যক্তিগত ও শিল্প খাতে বিনিয়োগ এবং সম্পদ আহরণ কমেছে। সেই সাথে কমেছে উৎপাদনশীলতা। যে প্রবৃদ্ধি আমাদের কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ দেয় না, তা দিয়ে কী হবে? এ ধারা আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও অব্যাহত থাকবে বলে মনে করছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। তাদের পরামর্শ, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হলে অবশ্যই সংস্কারের দিকে মন দিতে হবে সরকারকে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় আনতে হবে।

▶ কমেছে কর আহরণ, বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

▶ উৎপাদনশীলতা বাড়াতে অবশ্যই সংস্কারের প্রয়োজন

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। প্রতিবেদনটি তুলে ধরেন গবেষণা ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, বাংলাদেশে বাজারভিত্তিক শ্রম বাড়ছে। যেটুকু নতুন শ্রম হচ্ছে তা অনানুষ্ঠানিক খাতে। আমাদের শহর ও গ্রামের শ্রমের কাঠামোর মধ্যে তারতম্য রয়েছে। আগামী বাজেটে আমাদেরকে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের প্রতি গুরুত্ব ■ ১৩ পৃ: ৭-এর কলামে

উচ্চ প্রবৃদ্ধি হলেও গুণগত মান নিয়ে

শেষ পৃষ্ঠার পর

দিতে হবে। তাই বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং নীতি সংস্কার করতে হবে। তিনি বলেন, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কর্মসংস্থান কমছে, বিনিয়োগ কমছে ও উৎপাদন ক্ষমতা কমছে। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির বড় দ্বন্দ্ব। তাই প্রবৃদ্ধির গুণগত মানের প্রতি নজর দেয়া প্রয়োজন।

তিনি জানান, আমাদের কৃষিতে বিনিয়োগ কমেছে। এখন ভর্তুকি কমানোর ফলে বিনিয়োগ আরো কমবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ব্যয়ও কমেছে। আগামী অর্থবছরের বাজেটে এটিকে বাড়াতে হবে। আধুনিক রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা রাখতে হবে।

তিনি বলেন, আমরা ভ্যাট আইনের ও ভ্যাটের পক্ষে। তবে এ ভ্যাট নিয়ে সরকার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে দ্বিমত রয়েছে, তা নিরসন করতে হবে। তা না হলে এই ভ্যাট বাস্তবায়নে প্রশাসনিকভাবে সমস্যায় পড়তে হবে। এটিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কোনো উদ্যোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তিনি বলেন, বিনিয়োগ হচ্ছে না, অথচ দেশ থেকে টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। এটি এখন প্রকাশ্য। প্রচুর মানুষের দেশে-বিদেশে বেনামী সম্পদ রয়েছে। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কালো টাকার তদবির করা শুভ লক্ষণ নয়। এটি বন্ধ করতে হলে নতুন আইন করতে হবে।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, উন্নয়ন সমর্থনকারী (ব্যাংক ও পুঁজিবাজার) সংস্থাগুলোর সংস্কার হচ্ছে না। এতে সংস্কার আনতে হবে। পুঁজিবাজার নিয়ে গত অর্থবছর যে আশা ছিল, তা নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বাজেট নিয়ে যত আলোচনা হয়। সারা বছর নীতি নিয়ে কোনো আলোচনা-সমালোচনা করতে দেখা যায় না। কৃষিতে প্রণোদনা নেই। পোশাক শিল্পে প্রণোদনা বাড়াতে হবে।

ইতিবাচক দিক তুলে ধরে ড. দেবপ্রিয় বলেন, সামষ্টিক অর্থনীতিতে ছয়টি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর তা হলো- মূল্যস্ফীতি সহনীয়, সুদের হার কমেছে, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য ও চলতি হিসাবের ব্যালান্স ইতিবাচক, টাকার বিনিময় হার স্বপক্ষে, রফতানি বেড়েছে।

সিপিডি বলছে, নতুন মূসক আইন বাস্তবায়ন কিভাবে হবে, তা সরকারের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করা উচিত। ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যবৃদ্ধির উদাহরণ দিয়ে সিপিডি বলছে, নতুন মূসক আইন বাস্তবায়ন হলে বিদ্যুৎ বিলের ওপর ভোক্তাদের ৫ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ মূসক দিতে হবে। আবার লোহা বা রডের ওপর মূসক বাড়লে তা অবকাঠামো তৈরির প্রকল্পে খরচ বাড়াবে। নতুন মূসক আইনে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল, অর্থ পরিশোধ, নিবন্ধন নেয়া যাবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে না। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে ধান চাষের জমির পরিমাণ কমেছে।

সিপিডি বলছে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের চেয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সবচেয়ে কম বরাদ্দ দেয়ার দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নিচের দিকে। তাই দেশের এই দুই গুরুত্বপূর্ণ খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে সংস্থাটি। তারা বলছে, বিশ্বের ১৬১টি দেশের মধ্যে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫তম। অন্য দিকে স্বাস্থ্য খাতে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৯তম। স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দের দিক থেকে বাংলাদেশের নিচে রয়েছে কম্বোডিয়া। এ অবস্থান থেকে উত্তরণের জন্য আসছে বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা খাতেও ব্যয় বাড়াতে হবে। এ ছাড়া বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট চায় সংস্থাটি। তাদের মতে, প্রতি বছরই বাজেটের আয় ও ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ১৭ থেকে ১৮ শতাংশ ঘাটতি থাকে। জ্বালানি তেলের আয় থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হয়।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আগামী বাজেট যেন মূসক (ভ্যাট) নির্ভর না হয়। আমাদের আয়করের ওপর জোর দিতে হবে। কেননা আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর। যারা সামর্থ্যবান তারাই শুধু আয়কর দেন। ভ্যাট হচ্ছে পরোক্ষ কর। এটি জনসাধারণ দিয়ে থাকে। তাই প্রত্যক্ষ করের ওপর চাপ অব্যাহত রাখতে হবে।

NEW AGE
Date:26-05-2016 Page 01, Col 8 Size: 13 Col*Inc

CPD wants readjustment of kerosene, diesel prices

Staff Correspondent

THE Centre for Policy Dialogue on Wednesday suggested the government for reducing the administered prices of kerosene and diesel to share the benefit with poor people and entrepreneurs saying that the recent rationalisation of oil prices favoured only the richer

Continued on page 2 Col. 5

CPD wants readjustment of kerosene

Continued from page 1

section of the society.

'Only richer section of the society has got benefit from the overdue rationalisation of oil prices which is a surprise for us as the government reduced the price of kerosene and diesel at lower rate which is mostly used by poor people and public transport,' CPD research fellow Towfiqul Islam Khan said at a press conference at CIRDAP auditorium in Dhaka.

The private independent think-tank arranged the briefing session to release the report on the State of the Bangladesh Economy in FY16 (third reading), a flagship review of the organisation.

In April, the government lowered the prices of kerosene and diesel by Tk 3 while the prices of octane and petrol were reduced by Tk 10.

CPD, citing the data of the Bangladesh Bureau of Statistics, said in the report that kerosene is used by around 10 per cent of the poor households in the country as a source of fuel and lighting.

The recent adjustment also failed to generate any pass-through as price of transport services had hardly seen any reduction (reduction of only 3 paisa per kilometer) while farmers were also not able to get the benefit from the reduction in the Boro season.

So, the administered prices of diesel and kerosene need to be readjusted to share the benefit with the entrepreneurs and poor people, the report said.

The government in upcoming budget should also clearly specify the phases of fuel price reduction that would take place in future, it said.

CPD distinguished fellow Debapriya Bhattacharya, excutive director Mustafizur Rahman and other researchers of the organsiation were also present at the briefing.

NEW AGE
Date:26-05-2016 Page 13, Col 2-6 Size: 49 Col*Inc

GDP growth not translated into job creation: CPD

Staff Correspondent

THE Centre for Policy Dialogue on Wednesday said that the higher economic growth in recent years had not translated into employment generation which was a major concern for the economy.

Employment to gross domestic product elasticity or the rate of employment generation from a 1-per cent rise in the GDP plunged to 14-year low to 0.08 per cent in 2015, the local research organisation said in a report analysing a number of labour force surveys conducted by the Bangladesh Bureau of Statistics in different periods of time.

The rate of employment to GDP elasticity was 0.58 per cent in 2010, it said.

The private independent think-tank also said that implementation of the national budget was one of the weakest areas in the current fiscal year of 2015-2016.

The observations came at a press briefing organised by the CPD to release the report on the State of the Bangladesh Economy in FY16 (third reading) at the CIRDAP auditorium in Dhaka.

The CPD suggested that the government prepare a staggered implementation plan for the new Value-Added Tax and Supplementary Duty Act-2012 which is scheduled to come into effect from July 1 to reconcile the ongoing strong opposition from the business community.

It also suggested a lower VAT rate for some sectors including small and medium enterprises instead of the 15 per cent for all set in the new VAT law.

Continued on B3 Col. 3

Centre for Policy Dialogue distinguished fellow Debapriya Bhattacharya speaks at a briefing at the CIRDAP auditorium in Dhaka on Wednesday. CPD executive director Mustafizur Rahman was also present, among others. — New Age photo

GDP growth not translated

Continued from B1

But, the country should gradually go to that level (15 per cent), it said.

'It is a matter of concern that the attained higher level of GDP growth rates did not create adequate employment opportunities in the country. Indeed, the pace of job creation has slowed down considerably during 2013-2015 periods,' the report said.

Jobs rose at the rate of 1.36 million per year from 2002-2013 but fell to 0.3 million from 2013-2015, it said.

'It is also surprising that despite attaining double-digit value addition growth in the manufacturing sector in last two years, more than 12 lakh jobs were lost in the sector,' it said.

The report also found that half of the employments in the country remained informal over the last 5 years while the unemployment rate for educated labour force (up to tertiary education) increased significantly.

Youth unemployment rate also rose sharply to 9.5 per cent in 2015 from 8.1 per cent in 2013, according to the report.

'A GDP growth with very weak employment generating capacity will not be able to serve the development ambitions of Bangladesh,' it said.

The CPD recommended prioritising labour-centric drivers of economic growth through human capabilities development, private sector job creation, improved skills and increased productivity.

The organisation also said that in recent years income tax collection rose at the slowest pace, ADP implementation remained at the lowest rate, progress in implementation of fast track projects and utilisation of foreign loans and grants remained slow.

CPD distinguished fellow Debapriya Bhattacharya said that the GDP growth at higher rates in recent years and the decline in employment generation created an incompatible situation in the country where economy grew at higher rates while job creation, private investment and productivity declined.

So, the quality and the source of economic growth are important, he said.

'In this context, increasing private investment and employment generation should be the most important issues for the upcoming budget,' he said.

The government is now enjoying a fiscal relief due to lower prices of commodities on the international market and reduced subsidy pressure in the country, which should be utilised properly in increasing investment in agriculture, health, education and social protection, he said.

Regarding the new VAT law, Debapriya said the CPD is in favour of implementation of the law as it is a modern system.

But the government will face problems in implementation if it does not address the concerns of business community, he said.

A specific work plan is needed to increase capacity of small and medium enterprises to improve their book keeping methods, he said.

He also emphasised necessary reforms in development administration, banking system and capital market, and policy measures which are major problems in the country's development process.

CPD executive director Mustafizur Rahman said that considering the existing strength of the industry and the country's socioeconomic condition the government might lower the VAT rate for some sectors including SMEs and take two to three years time for introducing fully the new VAT law which is a completely automated system.

He, however, said that the government would have to move towards to the level of 15 per cent VAT.

But the importance should be given to increasing revenue collection from income tax as the burden of VAT always falls on common people, he added.

CPD research fellow Towfiqul Islam Khan made a presentation on the report at the briefing.

The New Nation
Date:26-06-2016 Page:12, Col: 1-5 Size: 36.5 Col*Inc

CPD Fellow Dr Debapriya Bhattacharya placing the 'Study report on state of Bangladesh Economy Report for 2015-16 fiscal' at CIRDAP auditorium on Wednesday.

New budget should focus on employment, investment: CPD

BSS, *Dhaka*

Leading financial think tank Centre for Policy Dialogue (CPD) yesterday suggested that upcoming national budget for 2016-17 financial year (FY17)should focus on employment generation and increasing investment to expedite and ensure the quality of growth.

"Agriculture investment has been lowered. It will create a big problem if the government revokes subsidies from agriculture. The government will have to

Contd on page-11- Col-4

New budget

Cont from page 12

increase the expenditure in the education and health sectors," said Dr Debapriya Bhattacharya, distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD).

Briefing on the findings of a CDP study report on "State of the Bangladesh Economy report for 2015-2016 fiscal (third reading)" under its flagship programme "Independent Review of Bangladesh's Development (IRBD)" at CIRDAP auditorium in the city, Dr. Debapriya Bhattacharya, drew attention to develop infrastructure including administration, banking and financial institutions to sustain economic growth.

He said the government should put stress more on areas including revenue collection, employment, personal and industrial investment and Wealth mobilisation to ensure quality of growth. He also underscored the need for arranging discussions on the government policies to ensure their implementation.

Revealing the report, CPD's research fellow Towfiqul Islam Khan said the government should initiate diverse approaches without delay on new Value Added Tax (VAT) and Supplementary Duty (SD) Act. "If necessary a staggered implementation plan may be developed", he added.

The News Today
Date:26-05-2016 Page 16, Col 1-4 Size: 22 Col*Inc

New budget should focus on employment, investment

Withdrawal of agri subsidies to create problem: CPD

Leading financial think tank Centre for Policy Dialogue (CPD) on Wednesday suggested that upcoming national budget for 2016-17 financial year (FY17)should focus on employment generation and increasing investment to expedite and ensure the quality of growth, reports BSS.

"Agriculture investment has been lowered. It will create a big problem if the government revokes subsidies from agriculture. The government will have to increase the expenditure in the education and health sectors," said Dr Debapriya Bhattacharya, distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD).

Briefing on the findings of a CDP study report on "State of the Bangladesh Economy report for 2015-2016 fiscal (third reading)" under its flagship programme "Independent Review of Bangladesh's Development (IRBD)" at CIRDAP auditorium in the city, Dr. Debapriya Bhattacharya, drew attention to develop infrastructure including administration, banking and financial institutions to sustain economic growth.

He said the government should put stress more on areas including revenue collection, employment, personal and industrial investment and Wealth mobilisation to ensure quality of growth.

He also underscored the need for arranging discussions on the government policies to ensure their implementation.

Revealing the report, CPD's research fellow Towfiqul Islam Khan said the government should initiate diverse approaches without delay on new Value Added Tax (VAT) and Supplementary Duty (SD) Act. "If necessary, a staggered implementation plan may be developed", he added.

He provided some recommendations including readjustment of administered prices of diesel and kerosene to share the benefit with the entrepreneurs and poor people and restructuring of public expenditure in favour of the social sectors and programmes to support the marginal people.

The government should pay highest attention to the Annual Development Programme (ADP) implementation and emphasis should be given to important ongoing ADP projects alongside the 'mega projects', he said.

He also said that institutional and policy reforms are needed for carrying out revenue mobilisation, public expenditure and budget transparency.

Among others, CDP Executive Director Professor Mustafizur Rahman was present at the briefing.

প্রথম আলো

Date:26-05-2016 Page: 01, Col:1-3 Size: 26 Col*Inc

চাকরি ও বিনিয়োগ বাড়ানো বড় চ্যালেঞ্জ : সিপিডি

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের ৭ শতাংশের উচ্চ প্রবৃদ্ধিতে নতুন কর্মসংস্থানের প্রতিফলন নেই। এতে প্রবৃদ্ধির ধরন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না।

এক সংবাদ সম্মেলনে গতকাল বুধবার বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এ কথা বলেছে। সিপিডি পুরো বিষয়টিতে অর্থনীতির জন্য দুশ্চিন্তার কারণ বলে মনে করে। সংস্থাটির মতে, এত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও বেসরকারি বিনিয়োগের অনুপাত মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অনুপাতে বাড়েনি, বরং কমেছে।

চলতি অর্থবছরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণপত্র উপস্থাপন উপলক্ষে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মূল্যায়ন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রথম ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপের (২০১৫) তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সিপিডি বলেছে, ২০১৩ সালের পরের দুই বছরে সাত লাখের মতো নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা তুলনামূলক কাজ কম পাচ্ছেন। বছরে মাত্র সাড়ে তিন লাখের মতো নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে। কিন্তু আগের ১০ বছরে প্রতিবছর গড়ে সাড়ে ১৩ লাখের বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, গত দুই বছরে শিল্প খাতে দুই অঙ্কের হারে প্রবৃদ্ধি হলেও এ খাতে ১২ লাখের মতো কর্মসংস্থান কমেছে। সিপিডির মতে, এ ধরনের দুর্বল কর্মসংস্থানের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দেশের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে না।

সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমান সামষ্টিক অর্থনীতিতে বেশ কিছু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো হলো সহনীয় মূল্যস্ফীতি; ব্যাংকঋণের সুদের হার কম; বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য ও চলতি আয়ে ইতিবাচক অবস্থান; স্থিতিশীল টাকার বিনিময় হার। এসব ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সহায়ক। এমন পরিস্থিতিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধির প্রাথমিক প্রাক্কলন করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে গতকাল সিরডাপ মিলনায়তনে 'তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা' প্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। পাশে সংস্থাটির রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান ও নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান ● প্রথম আলো

চাকরি ও বিনিয়োগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উচ্চ প্রবৃদ্ধি হলেও অর্থনীতিতে অন্তত চারটি বিষয়ে বিপরীতমুখী পরিস্থিতি আছে বলে মনে করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। এগুলো হলো সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে কর আহরণ, কর্মসংস্থান, ব্যক্তি বিনিয়োগ ও উৎপাদনশীলতা কমে গেছে। এ অবস্থায় উচ্চ প্রবৃদ্ধির চেয়ে প্রবৃদ্ধির গুণগত মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে অর্থনীতিকে প্রতিনিয়ত বিবেচনায় রাখতে হলে তথ্য-উপাত্তের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে।

সিপিডির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকারি বিনিয়োগ বাড়লেও জিডিপিতে বেসরকারি বিনিয়োগ কমে গেছে। আগের বছরের চেয়ে দশমিক ৩ শতাংশ কমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে জিডিপির ২১ দশমিক ৭৮ শতাংশের সমান।

বেসরকারি বিনিয়োগ না হওয়ার পেছনের বেশ কিছু কারণ চিহ্নিত করেছে সিপিডি। এগুলো হলো গ্যাস-বিদ্যুতের মতো অবকাঠামো দুর্বলতা, তুলনামূলক উচ্চ সুদ হার; বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে শ্লথগতি। সিডিপি মনে করে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শ্রীলঙ্কার পর্যায়ে উন্নীত করা যায়, তবে বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগ ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে। আবার ভারতের পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি হলে বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগ দ্বিগুণ হবে।

বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সিডিপি সাতটি সুপারিশ করেছে। এগুলো হলো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং নীতিসমূহের সংস্কার; শুল্ক-কর নীতি পরিবর্তন; সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ব্যবস্থা উন্নয়ন; অবকাঠামো উন্নয়ন; সরকারি সেবা ও আইনি ব্যবস্থার সংস্কার; সরকারি কেনাকাটা পদ্ধতির উন্নয়ন এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন।

সিপিডি আরও বলেছে, বাংলাদেশে উৎপাদনশীলতায় বেশ পিছিয়ে আছে। ১৯৯১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ যদি ভারতের সমপর্যায়ের উৎপাদনশীলতায় থাকত, তবে বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ হতো। অথচ এ সময়ে প্রকৃত অর্থে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ দশমিক ৩২ শতাংশ। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপির পরিমাণ বেড়ে হতো ১ হাজার ৫৬৮ ডলার।

বাজেটে অর্থ বরাদ্দ নিয়ে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, প্রবৃদ্ধির গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে, যাতে কর্মসংস্থান হয়, উৎপাদনশীলতা বাড়ে। তিনি আরও বলেন, মানুষের কাছ থেকে নেওয়া করের অর্থ কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে—সেদিকে নজর দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে গরিব মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সামাজিক নিরাপত্তায় আরও বরাদ্দ বৃদ্ধির সুপারিশ করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে বিশ্লেষণ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষক তৌফিকুল ইসলাম খান।

প্রথম আলো

Date:26-05-2016 Page: 13, Col:6-8 Size:15 Col*Inc

বেনামি সম্পদ বিল আনার সুপারিশ

কালোটাকা ও সম্পদকে অর্থনীতিতে ধরে রাখতে সিপিডির প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদক

কর ফাঁকি দিয়ে বাংলাদেশে কালো অর্থনীতির আকার বাড়ছে। বিপুল পরিমাণ টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। এ অবস্থায় ব্যক্তি পর্যায়ে কালোটাকা ও সম্পদকে অর্থনীতিতে ধরে রাখার জন্য বেনামি সম্পদ বিল প্রণয়নের সুপারিশ করেছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

বেনামি সম্পদ বিল প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভারতকে অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছে সিপিডি। সিপিডি বলছে, ১৯৮৮ সালের বেনামি ট্রান্সজিকসন (প্রহিবিশন) আইন বাস্তবায়ন হচ্ছে ভারতে। এ বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয় ও এ সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি উদ্যোগ নিতে পারে। এ ছাড়া আবাসন খাত ও সরকারি ট্রেজারি বন্ডে বিশেষ কর সুবিধা (কালোটাকা সাদা করা) বাতিল করার সুপারিশও করেছে সংস্থাটি।

গতকাল বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি এ কথা বলেছে। চলতি অর্থবছরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণপত্র উপস্থাপনা উপলক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলন হয়।

সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ সময় বলেন, দেশের টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত পানামা পেপারস থেকেও আমরা তা জানতে পেরেছি। দেশের বাইরে বেনামে অনেকের সম্পদ রয়েছে। এসব সম্পদকে আইন করে হিসাবের আওতায় আনা দরকার। কর ও দণ্ড নিশ্চিত করে বেনামি সম্পদকে দেশের সম্পদের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

কালোটাকা সাদা করার ব্যবসায়ীদের দাবির প্রসঙ্গে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, প্রতিবছর বাজেট এলে কালোটাকা সাদা করার দাবি ওঠে। এর জন্য প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য তদবির চলে। কিন্তু এটি কোনো অবস্থাতেই অর্থনীতির জন্য শুভ লক্ষণ নয়। কালোটাকার তদবির সরকারের অন্যান্য নীতির বিশ্বাসযোগ্যতাকে নষ্ট করে দেয়। নীতির বিশ্বাসযোগ্যতা না থাকলে নীতি বাস্তবায়ন হয় না। তাই এ ধরনের প্রক্রিয়া থেকে বেরিয়ে এসে তার একটি আনুষ্ঠানিক সমাধান দরকার।

নতুন মূসক আইন: নতুন মূল্য সংযোজন আইন বাস্তবসম্মতভাবে বাস্তবায়নের জন্য দুই থেকে তিন বছরের পরিকল্পনা করার সুপারিশ করেছে সিপিডি। তবে তারা এ আইনটি বাস্তবায়নের পক্ষে। সিপিডি মনে করে, আইনটি আধুনিক।

সিপিডি আরও বলছে, নতুন মূসক আইন বাস্তবায়ন কীভাবে হবে, তা সরকারের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করা উচিত। নতুন মূসক আইনে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল, অর্থ পরিশোধ, নিবন্ধন নেওয়া যাবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আমরা এই নীতি (মূসক) প্রচলনের পক্ষে। তবে সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের প্রকাশ্যে যে বিরোধিতা হচ্ছে, সেটা সমাধান না হলে এ আইন বাস্তবায়ন কঠিন হবে। আইনটি সফলভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

এ ছাড়া সিপিডি সামগ্রিকভাবে আর্থিক খাতের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য স্বাধীন আর্থিক খাত সংস্কার কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছে।

সিপিডি আরও বলছে, বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো সামাজিক খাতে বরাদ্দ কমছে। শিক্ষা খাতে জিডিপি অনুপাতে বরাদ্দের হার ১৬১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫তম। আর স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের অবস্থান ১৯০টি দেশের মধ্যে ১৮৯তম।

এ প্রসঙ্গে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যমূল্য ও ভর্তুকি কমে যাওয়ায় সরকারের জন্য আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তৈরি হয়েছে। এ আর্থিক আয়েশটি আগামী বাজেটে কোথায় ব্যবহার করা হবে, সেটিই এখন দেখার বিষয়। সিপিডির সুপারিশ হচ্ছে, আর্থিক আয়েশকে কাজে লাগিয়ে কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানো, সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা বা সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

সংবাদ
Date:26-05-2016 Page 01 Col 2-3 Size:29.5 Col*Inc

প্রবৃদ্ধি বেড়েছে, বাড়েনি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

—— সিপিডি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

২০১৫-১৬ অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কর্মসংস্থান, ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বাড়েনি। একই সঙ্গে অর্থনীতির উৎপাদন সক্ষমতা কমেছে। এই ধারা আগামী ২০১৬-১৭ **অর্থবছরেও অব্যাহত থাকবে বলে মনে** করছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। তাই প্রবৃদ্ধির সংখ্যা বিবেচনায় **প্রবৃদ্ধি :** পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

প্রবৃদ্ধি : বেড়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

না নিয়ে এর সঙ্গে যুক্ত সূচকগুলোর গুণগত মান উন্নয়ন করা উচিত। আর্থিক খাতে সুশাসনের জন্য ব্যাংক কমিশন গঠনের এখনই উপযুক্ত সময়। পাশাপাশি নতুন মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আইন বাস্তবসম্মতভাবে বাস্তবায়নের জন্য দুই থেকে তিন বছরের পরিকল্পনা করার সুপারিশ করেছে সংস্থাটি।

গতকাল বুধবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সিপিডি আয়োজিত 'বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে একথা জানানো হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান, ফাইয়াজ তালুকদার প্রমুখ ও সিপিডির কর্মকর্তারা। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনার সমন্বয়কারী তৌফিকুল ইসলাম।

সিপিডি মনে করে, দ্রুত প্রবৃদ্ধি বাড়লেও সে হারে কর্মসংস্থান বাড়েনি। তাই কর্মসংস্থানকে প্রাধান্য দিতে হবে। ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শিল্প খাতে ১২ লাখ কর্মসংস্থান কমেছে। যা শিল্প খাতে মোট কর্মসংস্থানের ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ। তেলের দাম কমলেও এতে সাধারণ মানুষ সুফল পাচ্ছে না। উৎপাদকরা সঠিক মূল্য পাচ্ছে না ফলে উৎপাদনশীলতা কমে যাচ্ছে। নতুন মূসক আইন বাস্তবায়ন কীভাবে হবে, তা সরকারের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করা উচিত। নতুন মূসক আইনে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল, অর্থ পরিশোধ, নিবন্ধন নেয়া যাবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে না। নতুন ভ্যাট আইন একটু সময় নিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্বল অবস্থানে রয়েছে। আর্থিক খাতগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে ব্যাংকিং খাতে। কারণ গত কয়েক বছরে এ খাতটি দুর্বল খাতে পরিণত হয়েছে। এডিপি বাস্তবায়নে আরও মনোযোগী হতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার আরও দ্রুত করতে হবে।

এ সময় সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ হবে বলে আশা করছে সরকার। কিন্তু জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়লেও সেই হারে আমাদের বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান বাড়েনি। শুধু উচ্চহার নয়, প্রবৃদ্ধির গুণগত মানও ভালো হতে হবে। প্রবৃদ্ধি বেড়েছে কিন্তু ৪/৫টি সমস্যা রয়েছে। উচ্চ প্রবৃদ্ধির বছরে দেশে কর আহরণ, কর্মসংস্থান, ব্যক্তিগত ও শিল্প খাতে বিনিয়োগ, সম্পদ আহরণ, উৎপাদনশীলতা কমেছে। তারপরও আমাদের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। এজন্য গতবছর স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আগামী বাজেটে কয়েকটি বিষয়ে ফোকাস দিতে হবে। এগুলো হলো- বিনিয়োগে উৎসাহ দেয়া, আর্থিক স্বাছন্দ্য, নীতি সংস্কার, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি ও অর্থের জোগানের ব্যবস্থা করা।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্য কমেছে। ফলে সরকার আর্থিক আয়েশে আছে। এর থেকে যে আয় হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে ব্যয় করতে হবে। তিনটি খাতকে প্রধান্য দিতে হবে। এক কৃষিতে বিনিয়োগ কমেছে। এখন ভর্তুকি তুলে নিলে আরও বড় ধরনের সমস্যা হবে। কৃষিতে বড় ধরনের বিনিয়োগ দরকার। দ্বিতীয়ত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বাড়ানো। সেইসঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় বাড়াতে হবে।

দেবপ্রিয় বলেন, বিনিয়োগ হচ্ছে না, অথচ দেশ থেকে টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। এটা এখন প্রকাশ্য। প্রচুর মানুষের দেশে বিদেশে বেনামী সম্পদ রয়েছে। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কালো টাকার তদবির করা শুভ লক্ষণ নয়। এজন্য বাজেটে আর্থিক কাঠামো না করে আইনি কাঠামো তৈরি করতে হবে। উন্নয়ন ও প্রশাসনে, ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে সংস্কার দরকার। সুদের হার কমে যাওয়ায় ছোট সঞ্চয়কারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশে বাজেট নিয়ে যত আলোচনা হয়, সারাবছর নীতি নিয়ে কোন আলোচনা সমালোচনা করতে দেখা যায় না। কৃষিতে প্রণোদনা নেই। পোশাক শিল্পে প্রণোদনা বাড়াতে হবে।

সিপিডির বিশেষ এই ফেলো বলেন, আমরা এই নীতি (মূসক) প্রচলনের পক্ষে। তবে সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের যে ঐকমত্য হচ্ছে না; প্রকাশ্যে বিরোধিতা হচ্ছে, সেটা সমাধান না হলে এ আইন বাস্তবায়ন কঠিন হবে।' তিনি মনে করেন, এ আইনটি সফলভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে বিনিয়োগের সম্পর্ক তুলে ধরে তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা ভারত এবং শ্রীলঙ্কার মতো হলে বিনিয়োগ আরও ভালো হতো। রাজস্ব খাতে বড় কোন ইতিবাচক দিক দেখা যায় না। রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্রা বাজেটে ধরা হয়েছে তা কীভাবে আদায় হবে ভাবা উচিত। এজন্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এনবিআর এর একটি যৌথ কমিটি করলে উভয়ে লাভবান হতো। উৎসে কর যেটা আদায় করা হয় সেটা আদৌ সরকার পায় কি না সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। এজন্য কর আদায় সিস্টেম ডিজিটাল করতে হবে।

সামাজিক খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, সামাজিক খাতে বরাদ্দ কমে যাচ্ছে। এখানে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এছাড়া প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে জোর দিতে হবে। বড় বড় প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। চলতি অর্থবছরে ১৫টি নতুন প্রকল্পের মধ্যে নয়টির কাজ শুরু করলেও ৫টি প্রকল্পে এখন পর্যন্ত একটি টাকাও খরচ করতে পারেনি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) গত ১০ বছরে আমরা মাত্র ১৭ শতাংশ অর্থ খরচ করতে পেরেছি। তাই এ প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এছাড়া দেশে ধান চাষের জমির পরিমাণ কমেছে। ফলে বোরো চাল উৎপাদন গত বছরের তুলনায় কমে গেছে। ব্যাংকিং খাতে গত ৭ থেকে ৮ বছরে আস্থার জায়গা থেকে অনেকটা বেরিয়ে গেছে। এজন্য এ খাতে একটি সার্ভিস কমিশন গঠন করতে হবে। আমদানি রপ্তানির ব্যয় মিটাতে আমাদের এক্সচেঞ্জ রেটের দিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। শিল্প খাতে কর্মসংস্থান তৈরি হয়নি বরং কমেছে। পাশাপাশি বিদেশে কর্মসংস্থান ভালো হলেও সে তুলনায় রেমিটেন্স বাড়ছে না। তবে মোট কর্মসংস্থান কমেছে।

আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট সম্পর্কে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আগামী বাজেট যেন মূসক (ভ্যাট) নির্ভর না হয়। আমাদের আয়করের উপর জোর দিতে হবে। কেননা আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর। যারা সামর্থ্যবান তারাই শুধু আয়কর দেয়। ভ্যাট হচ্ছে পরোক্ষ কর। যা জনসাধারণ দিয়ে থাকে। এজন্য আগামী দুই থেকে তিন বছরে ক্রমান্বয়ে মূসক আইন বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা যাতে উপকরণ রেয়াত নিতে পারেন, তা নিশ্চিত করা দরকার। তা না হলে পণ্যের ওপর তা বিক্রয় কর (সেলস ট্যাক্স) হয়ে যাবে।

দৈনিক সংগ্রাম
Date:26-05-2016 Page 12, Col 1-4 Size: 18 Col*Inc

বাস্তবায়নে তিন বছরের পরিকল্পনার সুপারিশ

ব্যবসায়ীরা বিরোধিতা করলেও নতুন ভ্যাট আইনের পক্ষে সিপিডির ওকালতি

স্টাফ রিপোর্টার : ব্যবসায়ীরা বিরোধিতা করলেও নতুন ভ্যাট আইনের পক্ষে ওকালতি করলো বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। প্রতিষ্ঠানটির মতে, এ আইনটি আধুনিক। এ আইন বাস্তবসম্মতভাবে বাস্তবায়নের জন্য দুই থেকে তিন বছরের পরিকল্পনা করার সুপারিশ করেছে তারা।

গতকাল বুধবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি এ কথা বলেছে। চলতি অর্থবছরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণপত্র উপস্থাপনা উপলক্ষে এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে বিশ্লেষণ প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষক তৌফিকুল ইসলাম খান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন সিপিডির বিশেষ ফেলো অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। ভ্যাট আইনটি করার পর থেকেই এফবিসিসিআইসহ ব্যবসায়ী সমাজ এর তীব্র সমালোচনা করেন । এমনকি আইনটিকে তারা নিবর্তনমূলক বলেও মন্তব্য করেন।

সিপিডি বলছে, নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন কীভাবে হবে, তা সরকারের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করা উচিত। ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যবৃদ্ধির উদাহরণ দিয়ে সিপিডি বলছে, নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন হলে বিদ্যুৎ বিলের ওপর ভোক্তাদের ৫ শতাংশের পরিবর্তে ১৫ শতাংশ মূসক দিতে হবে। আবার লোহা বা রডের ওপর ভ্যাট বাড়লে তা অবকাঠামো তৈরির প্রকল্পে খরচ বাড়াবে।

সিপিডি আরও বলছে, নতুন মূসক আইনে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল, অর্থ পরিশোধ, নিবন্ধন নেওয়া যাবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আমরা এই নীতি (মূসক) প্রচলনের পক্ষে। তবে সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের যে ঐকমত্য হচ্ছে না; প্রকাশ্যে বিরোধিতা হচ্ছে, সেটা সমাধান না হলে এ আইন বাস্তবায়ন কঠিন হবে। তিনি মনে করেন, এ আইনটি সফলভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আগামী দুই থেকে তিন বছরে ক্রমান্বয়ে ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা যাতে উপকরণ রেয়াত নিতে পারেন, তা নিশ্চিত করা দরকার। তা না হলে পণ্যের ওপর তা বিক্রয় কর (সেলস ট্যাক্স) হয়ে যাবে।

সিপিডির অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থানের হিসাবের গরমিলের বিষয়টি ওঠে এসেছে। সিপিডি মনে করে, বেসরকারি বিনিয়োগ মোট দেশজ উৎপাদনের অনুপাতে বাড়ছে না।

সমকাল
Date: 26-05-2016 Page: 20 Col: 1-2 Size: 23 Col*Inc

গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন সিপিডির

জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রভাব নেই কর্মসংস্থানে

বুধবার সিপিডির অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ■ সমকাল

■ বিশেষ প্রতিনিধি

চলতি অর্থবছরের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ৭ দশমিক ০৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডি। সংস্থাটি বলেছে, উচ্চ প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হলেও কর্মসংস্থান কমে গেছে ব্যাপক মাত্রায়। বিনিয়োগও কমে গেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রভাব কর্মসংস্থানের ওপর পড়েনি।

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের অর্থনীতির ওপর তৃতীয় অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনায় সিপিডি এমন মতামত দিয়েছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে সংস্থাটি। এতে চলতি অর্থবছরের পরিস্থিতি মূল্যায়নের পাশাপাশি আগামী অর্থবছরে

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রভাব নেই

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

অর্থনীতি ও বাজেট ব্যবস্থাপনার ওপর কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। বিনিয়োগ বাড়াতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে সিপিডি। ভ্যাট আইন কার্যকরে আরও প্রস্তুতির দরকার রয়েছে বলে মনে করছে সংস্থাটি।

সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, যে অর্থবছরে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হলো, সেই অর্থবছরে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতা কমে গেছে। আবার রাজস্ব আহরণেও দুর্বল অবস্থা। ফলে একটা দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শুধু উচ্চ প্রবৃদ্ধি হলেই হবে না, এর গুণগত মান থাকতে হবে। পরিমাণের দিকে না থাকিয়ে গুণের দিকে তাকাতে হবে। এক টাকা দিয়ে কতটুকু উৎপাদন হচ্ছে তা বিচার করতে হবে। যে প্রবৃদ্ধি কাজে লাগবে না, সেই প্রবৃদ্ধি দিয়ে কোনো লাভ নেই। অর্থনীতির কিছু ইতিবাচক দিকও তুলে ধরেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে, সহনীয় মূল্যস্ফীতি, ঋণের সুদহার কমে আসা, বাজেট ঘাটতি কম থাকা, বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা ইত্যাদি। এগুলো সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতার লক্ষণ বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান নতুন ভ্যাট আইন প্রসঙ্গে বলেন, ক্রমান্বয়ে ১৫ শতাংশ ভ্যাটে যেতে হবে। তবে ক্ষুদ্রশিল্প এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সুবিধা থাকা উচিত। নতুন আইন কার্যকরে আরও প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। সম্পদ পুনর্বণ্টনের বিবেচনায় আয়করের ওপর চাপ বাড়ানোর পক্ষে মত দেন তিনি। এ বিষয়ে দেবপ্রিয় বলেন, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঐকমত্যের ভিত্তিতে নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন না হলে রাজস্ব প্রশাসন সমস্যায় পড়বে। সিপিডির প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সংস্থার গবেষক তৌফিকুল ইসলাম খান। এতে বলা হয়, চলতি অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগ, শিল্প ঋণ, মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি এবং স্থানীয় পর্যায় থেকে রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি প্রাক্কলিত জিডিপি প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করে না। নিম্নমাত্রার উৎপাদনশীলতার কারণে মনে হচ্ছে যে, জিডিপি প্রবৃদ্ধির সুফল কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে বলা হয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালে প্রতি বছরে মাত্র তিন লাখ নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে ১০ বছরে প্রতি বছর গড়ে ১৪ লাখ কর্মসংস্থান হয়েছে। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, উৎপাদন খাতে গত দুই বছরে দুই অঙ্কের প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও ১২ লাখ কর্মসংস্থান কমে গেছে। শিক্ষিত শ্রমশক্তির বেকারত্ব উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

আগামী অর্থবছরের জন্য পরামর্শ : দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ পণ্যমূল্য কমে যাওয়ার কারণে আগামী অর্থবছরে ভর্তুকি ব্যয় অনেক কমে আসবে। এই সাশ্রয় থেকে কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো উচিত। তিনি বলেন, উন্নয়ন প্রশাসনের পাশাপাশি উন্নয়ন সমর্থনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে (যেমন ব্যাংক ও পুঁজিবাজার) সংস্কার করতে হবে। ব্যাংকিং কমিশন গঠন করার এখনই উপযুক্ত সময়। তৈরি পোশাকের বাইরে অন্য খাতগুলোর প্রণোদনা কাঠামোর সুপারিশ করেন তিনি। সর্বোপরি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর বিষয়টি আগামী অর্থবছরের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। টাকা পাচার বিষয়ে তিনি বলেন, পাচার করা টাকার বাইরেও অনেকের বিদেশে বেনামি সম্পত্তি আছে। কর ও জরিমানা আরোপের মাধ্যমে এসব সম্পদ দেশের অর্থের সঙ্গে যোগ করার সুযোগ আছে। এর জন্য বেনামি সম্পত্তি আইনের পরামর্শ দেন তিনি।

বিনিয়োগ বনাম আইন-শৃঙ্খলা : জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়লেও চলতি অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগ কমে দাঁড়িয়েছে জিডিপির ২১ দশমিক ৭৮ শতাংশ। বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির গুরুত্ব তুলে ধরতে সিপিডি ৬৫টি দেশের তথ্যের ভিত্তিতে একটি মূল্যায়ন তুলে ধরে। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভারতের মতো হলে বেসরকারি বিনিয়োগ দ্বিগুণেরও বেশি হতো। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শ্রীলংকার সমপর্যায়ে নিতে পারলে বেসরকারি বিনিয়োগ ৩৩ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে। বিনিয়োগ নিয়ে উদ্যোক্তাদের ওপর পরিচালিত এক জরিপের ফলাফলের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, উন্নত অবকাঠামো, সরকারি সেবা এবং বিচার ব্যবস্থার সংস্কার, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, নিয়ম-কানুন সংশোধনসহ বিভিন্ন দাবি রয়েছে উদ্যোক্তাদের।

'দ্রুত বাস্তবায়িতব্য' প্রকল্প ততটা দ্রুত নয় : সিপিডি বলেছে, সরকার দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য যেসব প্রকল্প আলাদাভাবে তদারকি করছে, তার বাস্তবায়ন ততটা দ্রুত হচ্ছে না। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই- মার্চ) পদ্মা সেতু প্রকল্পে আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৫ শতাংশ। ভৌত অগ্রগতি ৭ শতাংশ। এ সময়ে মেট্রো রেল প্রকল্পে আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ১ দশমিক ৬ শতাংশ। সিপিডির প্রতিবেদনে সামগ্রিকভাবে এডিপি বাস্তবায়নের বিভিন্ন দুর্বলতা তুলে ধরা হয়।